NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা’...

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযাগে গ্রেপ্তার স্কুলেরই প্যারা টিচার ৫

কলকাতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৫ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.9.2024, Vol.18, Issue No. 83 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর আবহে বিচারপতিদের বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সারা দেশ যখন তোলপাড়, মহিলাদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। দিল্লিতে জেলা বিচার বিভাগের জাতীয় সম্মেলনে গিয়ে তিনি জানালেন, দেশে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য অনেক কঠোর আইন রয়েছে। তবে নারী নির্যাতন আটকাতে সেই আইনগুলিকে আরও সক্রিয় করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং অন্য বিচারপতিরা।

সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লির অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘নারী নির্যাতন, শিশুদের নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি এখন সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দেশে অনেক কঠোর আইন তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু সেই আইনগুলিকে আরও সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। মহিলাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার ঘটনায় যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তত বেশি নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।’

দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে গত ১০ বছরে বিজেপি সরকার কী কী করেছে,

অনুষ্ঠানে তার খতিয়ান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন, ‘বিচার ব্যবস্থার বিলম্ব দূর করতে গত এক দশকে অনেক পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকার ১০ বছরে আট হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গত ২৫ বছরে যে অর্থ খরচ করা হয়েছিল, তার ৭৫ শতাংশ ১০ বছরেই খরচ করেছে বিজেপি সরকার।’

দিল্লির ‘ভারত মণ্ডপম’ নামক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের শীর্ষ আদালতের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মোদি বলেছেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ বছর। এটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের যাত্রা নয়, এ হল ভারতের সংবিধানের এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধের অগ্রগতি। এটি গণতন্ত্র হিসাবে ভারতের আরও পরিণত হওয়ার যাত্রা।’

উল্লেখ্য, গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকে দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। বিচারের দাবিতে দিকে দিকে চলছে বিক্ষোভ, আন্দোলন। এই পরিস্থিতিতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে কড়া আইন চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দু’বার চিঠি লিখেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২২ অগস্ট ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন বলবৎ করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রথম চিঠিটি লিখেছিলেন মমতা। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছেন আট দিনের ব্যবধানে, শুক্রবার। আরজি করের আবহে দেশের সর্বত্র বিচারের দাবি জোরদার হচ্ছে। ঘটনার পর তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক জনকেই। অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে ঘটনার পরের দিনই গ্রেপ্তার করেছিল কলকাতা পুলিশ। সিবিআই এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচারের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদিও।

রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন মনোজ পন্থ। তিনি ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার স্থলাভিসিক্ত হলেন। লোকসভা ভোটের মধ্যেই ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। কিন্তু ভোট চলাকালীন কেন্দ্রের অনুমোদন ক্রমে তাঁর মেয়াদ তিন মাস বাড়ানো হয়। সেই তিন মাসের বর্ধিত মেয়াদ শেষ শনিবার ৩১ অগস্ট শেষ হয়েছে। সেকারণে এদিন বিকেলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন মুখ্যসচিবের নাম ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবারেই মনোজ পন্থকে অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের পদ থেকে সেচ দপ্তরের সচিব পদে বদলি করা হয়। তিনি ১৯৯১ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক। প্রণব মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মনোজ পন্থ তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। পরে কেন্দ্রে যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার অফিসার হন তিনি। তা ছাড়া পরবর্তীকালে ওয়াশিংটনে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সদর দপ্তরে নয়াদিল্লির

প্রতিনিধি হিসাবে দীর্ঘ দিন ছিলেন তিনি। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ আরও তিনমাসের চেয়ে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিল রাজ্য। কিন্তু সে ব্যাপারে কেন্দ্রের অনুমোদন মেলেনি। এমতাবস্থায় শুক্রবারই সচিব স্তরে বেশ কিছু রদবদল করা হয়। অর্থ সচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় মনোজ পন্থকে। পরিবর্তে রাজ্যের নতুন অর্থ সচিব করা হয় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদ মর্যাদার অফিসার প্রভাত কুমার মিশ্রকে। প্রভাত কুমার মিশ্র এতদিন সেচ ও জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ছিলেন। এতদিন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পদ মর্যাদার অফিসার রোশনি সেন মৎস্য দপ্তরের সচিব পদে ছিলেন। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁকে জল সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়।

স্লোগান লিখলেই বাতিল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরীক্ষার খাতায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনও স্লোগান লিখলে বাতিল হতে পারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ২০২৫ এর আগে পরীক্ষা নিয়ে এমন নির্দেশ জারি করা হল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। যদিও সংসদ সভাপতির দাবি, এটা নতুন কিছু নয়। উত্তরপত্র নিয়ে সাধারণ নিয়মের মধ্যেই পড়ে রাজনৈতিক স্লোগানে নিষেধাজ্ঞা। ২০২৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ৩ মার্চ এবং শেষ হবে ১৮ মার্চ। পরীক্ষা হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে।

সর্বনিম্ন দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কাই সত্যি। এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা কমে গেল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। চলতি ২০২৪-‘২৫ আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির নেমে এসেছে ৬.৭ শতাংশে। গত ১৫ মাসের মধ্যে বা পাঁচটি ত্রৈমাসিকে এই হার সর্বনিম্ন। গত আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.২ শতাংশ।

ধর্ষণ নিয়ে কঠোর আইন ইস্যুতে মমতাকে ফের চিঠি দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের জেরে ফের দিল্লি থেকে চিঠি পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার চিঠি পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর দপ্তর থেকে। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে উত্তর চেয়ে দ্বিতীয় চিঠি লিখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ধর্ষণ নিয়ে কঠোর আইন আনার দাবি জানিয়ে এই চিঠি লেখেন তিনি। শুক্রবারই তার জবাব দেন অন্নপূর্ণা দেবী। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিঠি লিখলেন মমতাকে।

ধর্ষণের মতো ঘটনার তদন্তে রাজ্য প্রশাসনের সব স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা যাতে আরও সংবেদনশীল ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন এমনই পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো এই চিঠিতে দেওয়া হয়েছে বলেই খবর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ধর্ষণ রোধে কড়া শাস্তি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্তের যাবতীয় আইনি সংস্থান আছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায়। এমনকী, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে তথ্যগতভাবে ভুল বলেও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর চিঠিতে এও উল্লেখ করেছেন, শুধুমাত্র ধর্ষণ এবং পকসো মামলার শুনানির জন্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে যে ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশ্যাল কোর্ট গঠন হওয়ার কথা আর পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়া ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এক নয়। পশ্চিমবঙ্গে এখনও ৪৮ হাজার ৬০০ টি ধর্ষণ এবং পকসো মামলার শুনানি শেষ হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, এই ধরনের কোর্টে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের অভাব আছে বলে যে দাবি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তা মানতে নারাজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

শুক্রবার মমতা তাঁর চিঠিতে দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যে চিঠি তিনি দিয়েছিলেন, তার গুরুত্বই অনুধাবন করতে পারেনি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নিজে কেন জবাব দিলেন না, সেই প্রশ্নও তুলেছিলেন মমতা।

ভোট পিছল কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: রাজনৈতিক দলগুলির আর্জি মেনে হরিয়ানার বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ভোটগণনার দিনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, হরিয়ানার ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে ৫ অক্টোবর। কমিশনের তরফে আগে জানানো হয়েছিল, ১ অক্টোবর বিধানসভা ভোট হবে হরিয়ানায়। আগের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, ৪ অক্টোবর একই দিনে দুই রাজ্যের ভোটগণনা হবে। তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, ৮ অক্টোবর হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটগণনা হবে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

আরজি করে দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমার জন্য বিচার চাওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগেও সরব সব মহল। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি মুখ খুলছেন না সিনিয়র চিকিৎসকেরাও। আন্দোলনের সঙ্গে থাকার বার্তা দিচ্ছেন তাঁরা। দিনের পর দিন যে হাসপাতালে বেনিয়ম চলেছে সে কথাই কার্যত স্পষ্ট হল ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক দেবব্রত দাসের কথায়। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আমলে স্বৈরাচার চলত বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই সেই দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

শুটিংয়ে ফের পদক

প্যারিস, ৩১ অগস্ট: প্যারালিম্পিক শুটিংয়ে যে সোনালি সফর শুরু হয়েছিল শুক্রবার। শনিবারও বজায় থাকল সেই সাফল্যের ধারা। এদিন মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলের (এইচ১ ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেলেন ভারতের রুবিনা ফ্রান্সিস। ফাইনালে ২১১.১ পয়েন্ট পেলেন তিনি। চলতি প্যারালিম্পিকে শুটিংয়ে এটি ভারতের চতুর্থ পদক।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

অস্ত্রে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহর এবং শহরতলীর মধ্যে বিপজ্জনক অস্ত্র নিয়ে আনাগোনাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। প্রকাশ্যে বল্লম, তলোয়ার, সরকি, বন্দুক-সহ সমস্ত আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ছয় মাস পর্যন্ত কলকাতা শহর এবং লাগোয়া শহরতলী এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

ছাত্রনেতা সায়ন লাহিড়ীর মুক্তির নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাল রাজ্য

শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ’-এর নবান্ন অভিযানে গোলমালের অভিযোগে গ্রেপ্তার সংগঠনের অন্যতম আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ। আদালতের নির্দেশ মতো মুক্তি পেয়েছেন সায়ন। এরই মধ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। কেন সায়নকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তা নিয়ে শুক্রবারই বিচারপতি সিংহের একক বেঞ্চে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল রাজ্যকে।

রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়েছিল, নবান্ন অভিযান কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন সায়ন। ওই কর্মসূচিতে পুলিশের কোনও অনুমতি ছিল না। এর পরও জমায়েত হয়েছে, মিছিলও হয়েছে। বিচারপতি সিংহের এজলাসে রাজ্যের যুক্তি ছিল, ওই কর্মসূচি কোনও ভাবেই শান্তিপূর্ণ ছিল না। সায়নের গ্রেপ্তারির পক্ষে যুক্তি সাজাতে, ‘প্রভাবশালী’ তত্ত্বও সংযোজনের চেষ্টা করেছিলেন রাজ্যের আইনজীবী। তবে বিচারপতি সিংহের প্রশ্ন ছিল, সায়ন

কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কি না। জবাবে রাজ্য জানিয়েছিল, তিনি ছাত্রনেতা। এ কথা শুনে বিচারপতি ফের প্রশ্ন করেন, সে ক্ষেত্রে সায়নকে কী ভাবে ‘প্রভাবশালী’ বলা হচ্ছে।

বিচারপতি মন্তব্য করেছিলেন, ‘ওই ছাত্রনেতাকে কী ভাবে এত প্রভাবশালী বলা হচ্ছে? তিনি কি এতই জনপ্রিয় যে, ডাক দিলেন আর হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে গেল? তাঁর কী অতীত রয়েছে? সায়ন কি সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন?’

পর্যবেক্ষণে আদালত এ-ও জানিয়েছিল, সায়ন কোনও ‘প্রভাবশালী’ নন। নবান্ন অভিযানে গোলমালের ঘটনায় গ্রেপ্তারির আগে সায়নের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, সে কথাও উঠে এসেছিল আদালতের পর্যবেক্ষণে। রাজ্যের যুক্তি ছিল, সায়ন প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। তবে রাজ্যের যুক্তি টেকেনি বিচারপতি সিংহের এজলাসে।

ধৃত সায়নের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। বিচারপতি সিংহের নির্দেশ ছিল, শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে সায়নকে ছেড়ে দিতে হবে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এ বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার কনসার্ট পিছিয়ে দিলেন শ্রেয়া ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার কনসার্ট পিছিয়ে দিলেন বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। শনিবার সকালে একটি বিবৃতি দিয়ে কনসার্ট পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওই কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। অক্টোবরে কনসার্টটি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে তারিখ এখনও জানানো হয়নি।

শ্রেয়া জানিয়েছেন, আরজি করের ঘটনা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ঘটনার নৃশংসতায় তিনি শিউরে উঠেছেন। এই পরিস্থিতিতে গানের কনসার্ট করার মতো অবস্থায় তিনি নেই। কলকাতায় আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে যে কর্মসূচি চলছে, তাকে সমর্থন জানাতে চান শ্রেয়া। শনিবার সকালে বিবৃতিতে তিনি লিখেছেন, ‘কলকাতায় সম্প্রতি যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, আমাকে তা গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। এক জন মহিলা হিসাবে ঘটনার নৃশংসতায় আমি

শিউরে উঠছি। নির্যাতিতাকে কী ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, তা ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।’

শ্রেয়া আরও বলেছেন, ‘আমি এবং আমার প্রচারক এফএম সংস্থা এই পরিস্থিতিতে কলকাতার কনসার্টটি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৪ সেপ্টেম্বর ওই কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল। আগামী অক্টোবরে কনসার্টটি হবে। আমরা সকলেই এই কনসার্টের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদীদের পাশে দাঁড়ানো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শুধু ভারত নয়, সারা বিশ্বের মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি।’ কনসার্ট পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ভক্তদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন শ্রেয়া। জানিয়েছেন, অক্টোবরের কবে ওই কনসার্টের আয়োজন করা হবে, সেই তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে এক মহিলা চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভে শামিল হন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। এখনও কলকাতায় তাঁদের কর্মবিরতি চলছে। আরজি করের ঘটনার প্রভাব পড়েছে সারা দেশে। দিল্লি, মুম্বইয়ের মতো শহরেও ঘটনার বিচার চেয়ে পথে নেমেছিলেন চিকিৎসকেরা। পালিত হয়েছে কর্মবিরতি। বর্তমানে ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। এই পরিস্থিতিতে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে সরব হলেন শ্রেয়াও।

বাংলা শস্য বীমার আওতায় এল ধান ও ভুট্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি খরিফ মরশুমে রাজ্যের কৃষকদের সুরক্ষায় ধান এবং ভুট্টাকে বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় এনে বীমা করার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। ভুট্টার ক্ষেত্রে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর এবং ধানের ক্ষেত্রে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বীমা করা যাবে বলে কৃষি দপ্তর থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে শিলাবৃষ্টি, ভূমিধস, বন্যা, জল জমা এবং ফসল কাটার পরে খামারজাত করার আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই প্রকল্পে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পে রাজ্য সরকার বীমার প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ খরচ বহন করে।

সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি এবং আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকার বাংলা শস্যবিমার ব্যাপ্তি বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে। এজন্যই কৃষি দফতর চলতি মাস থেকে জেলায় জেলায় শিবিরের আয়োজন করবে। প্রয়োজনে যা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি অবধি চালানো হবে। এই মর্মে কৃষি দফতরের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত কৃষককেই বিমার আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এজন্য় জেলাগুলিকে লক্ষমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। জেলাগুলির ব্লক অফিসের পাশাপাশি অন্য কোথাও ক্যাম্প করা যায় কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। ২০১৯ সালে বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২২৮৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৮৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন। গত খরিপ মরশুমের জন্য বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার শস্য হানি বাবদ ১১ লাখ কৃষকদের ১০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে।

এবছর বেশি সংখ্যক চাষি আলু চাষে বিমা করেছিলেন। তাঁর সুফল তাঁরা পেয়েছেন। ১০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ রাজ্যের চাষিরা পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ধান চাষিরাও যাতে ক্ষতিপূরণ পান তার জন্য জেলায় জেলায়, ব্লকে ব্লকে শিবির করার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার প্রতিটি জেলাতেই বেশি সংখ্যক চাষিকে বিমা করানোর টার্গেট নেওয়া হয়েছে। কবে কোথায় ক্যাম্প হবে, তা জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা বৈঠকে বসে ঠিক করবেন। সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকায় মাইকে প্রচারও করা হবে।

কৌশিকী অমাবস্যার উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠ, এই রাজ্যে অবস্থিত এক বিখ্যাত শক্তি পীঠ। প্রতি বছর বিশেষ করে কৌশিকী অমাবস্যা মেলার সময় অগণিত ভক্তদের সমাগম হয় তারা মায়ের মন্দিরে। এটি আধ্যাত্মিক মুক্তি ও আনন্দ উদযাপনের একটি উৎসব। পূর্ব রেল প্রতি বছরের মতই এই বছরেও ভক্তদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পুণ্যার্থী ও যাত্রীদের সম্ভাব্য ব্যাপক ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য, পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ২ সেপ্টেম্বর (সোমবার), ৩ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) এবং ৪ সেপ্টেম্বর (বুধবার) এই তিন দিন হাওড়া থেকে রামপুরহাট এবং রামপুরহাট থেকে হাওড়ার জন্য বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হাওড়া-রামপুরহাট স্পেশাল ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন থেকে সকাল ৫ টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং একই দিনে সকাল ৯ টা ৫০ মিনিটে রামপুরহাট পৌঁছাবে। এবং রামপুরহাট-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি রামপুরহাট থেকে বেলা ১১ টা ৩২ মিনিটে ছেড়ে একই দিনে বিকাল ৩ টা ৫৫ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেনটি উভয় দিকেই শেওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, গুসকরা, বোলপুর (শান্তিনিকেতন) এবং সাঁইথিয়া স্টেশনগুলিতে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে হত্যাকাণ্ড ও ঝাড়গ্রামে গর্ভবতী হাতির নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে কলকাতার এক্সাইড মোড় থেকে ব্যাঙ্ক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও মঞ্চের বিশাল মিছিল হল শনিবার।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক জে এন কাঞ্জিলালের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওষধের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর জে এন কাঞ্জিলাল। তাই তাঁর ১১৬ তম জন্মদিন পালিত হল কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে।

দা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার শিয়ালদা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জে এন কাঞ্জিলালের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর ভবতোষ বিশ্বাস, দা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল এসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়ার শিয়ালদা শাখার সভাপতি ডক্টর বি পি দাস, সম্পাদক ডক্টর সহিদুল ইসলাম, হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানীর নির্দেশক ডি এস ভর, বিড়লা তারামন্ডলের প্রাক্তন নির্দেশক, জ্যোতিরবিজ্ঞানী ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারি, ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর মহাদেব দে ও চিকিৎসক ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, ডি এন দে কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার অখিলেশ খান, ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির প্রাক্তন নির্দেশক ডাক্তার অভিজিত চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট চিকিৎসক বিনয় কুমার দাস প্রমুখ।

ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালার প্রাক্তনীদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্যাতিতার বিচার চেয়ে এবার পথে নামলেন ভাটপাড়া অমরকৃষ্ণ পাঠশালার প্রাক্তনীরা। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে শনিবার সন্ধেয় মিছিল করেন উক্ত স্কুলের প্রাক্তনীরা। সেই মিছিলে বহু সাধারণ মানুষও সামিল হয়েছিলেন। স্কুলের কাছ থেকে মিছিল শুরু হয়ে নৈহাটি পর্যন্ত যায় সেই মিছিল। মিছিল থেকে প্রতিবাদীরা স্লোগান তুললেন, ‘সব মানুষের একই স্বর। চাইছে বিচার আর জি কর।’ আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক খ

ুনের ঘটনায় জড়িতরা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত তারা পথে নেমে আন্দোলন চালিয়ে হুঁশিয়ারি দিলেন শিল্পাঞ্চলের বুকে নামকরা অমরকৃষ্ণ পাঠশালার প্রাক্তনীরা।

তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাব কিনতে পড়ুয়াদের টাকা দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের আওতায় এবছর ১৬ লক্ষ পড়ুয়াকে স্মার্ট ফোন বা ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেবে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনেই তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ওই দিন থেকেই পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ শুরু হবে। রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা ট্যাব বা মোবাইল ফোন কেনার জন্য টাকা পাবে। এইবছর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদেরই ট্যাব কেনার টাকা দেওয়া হচ্ছে। আগামী বছর থেকে শুধুমাত্র একাদশ শ্রেনীর পড়ুয়াদেরই এই টাকা দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কোভিডকালে লকডাউনের জন্য দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ ছিল। সেই সময় বাড়িতে বসেই যাতে স্কুল পড়ুয়ারা পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই মোবাইল বা ট্যাব দেওয়ার সূচনা করেছিলেন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই সুবিধা দেওয়া চালু রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি, মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনি রাজ্য সরকারের তরফে এই উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেহেতু রাজ্য সরকার শিক্ষার ডিজিটালকরণে জোর দিচ্ছে তাই মোবাইল এবং ট্যাবলেটের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছে।

ছ'মাসের জন্য আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ওপর নয়া নিষেধাজ্ঞা জারি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহর এবং শহরতলীর মধ্যে বিপজ্জনক অস্ত্র নিয়ে আনাগোনাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। প্রকাশ্যে বল্লম, তলোয়ার, সরকি, বন্দুক-সহ সমস্ত আক্রমণাত্মক অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ছয় মাস পর্যন্ত কলকাতা শহর এবং লাগোয়া শহরতলী এলাকায় এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

চিকিৎসক তরুণীর ধর্ষণ-খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে লাগাতার যে আন্দোলন চলছে সেখানে অনেকবারই নানা ধরনের বিরুপ ঘটনা ঘটেছে। গত ১৪ অগস্ট রাত দখলের কর্মসূচির দিন আরজি করে ভাঙচুর হয়েছে। সম্প্রতি নবান্ন অভিযানে ব্যাপক অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ইট, পাথর মারার অভিযোগ উঠেছে। তাতে জখমও হয়েছেন একাধিক পুলিশ কর্মী। এই পরিস্থিতির মধ্যেই এমন এক নির্দেশিকা জারি করল পুলিশ। স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোথাও কোনও রকম অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরা যাবে না। এমনিতেই প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেআইনি। কোনও সময়ের জন্যই কেউ এমনটা করতে পারেন না। করলে শাস্তি হবেই। তাই আচমকা এমন এক নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশের তরফে কেন দেওয়া হল তা নিয়ে নানা মহলেই প্রশ্ন উঠেছে। যদিও কারও মতে, শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যাতে আর কোনওভাবে না ঘটে তা পূর্ণ চেষ্টা করছে পুলিশ। তাই আলাদা করে এই নির্দেশিকা।

মেট্রো সফর এখন আরও মসৃণ ও আরামদায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় মেট্রো সফর আরও মসৃণ ও আরামদায়ক করতে অগস্ট মাসের শুরুতেই চালু হয়েছে ‘ডালিয়ান’ রেকের পরিষেবা। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, ডালিয়ান রেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও ভাল। ভিতরের সজ্জাতেও আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। এতে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে বাইরের আওয়াজ ভিতরে আসবে কম। ঝাঁকুনিও নেই। এর আগে ৫ অগস্ট ব্লু লাইনের জন্য এমআর-৫১৩, দুটি নতুন ডানিয়াল রেক চালু করেছিল মেট্রো রেল। এবার যাত্রীদের পরিষেবার সুবিদার্থে ফের কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে নিয়ে এল আরেকটি ড্যালিয়ান রেক, এমআর-৫১৪। এই নিয়ে মোট তিনটি ডালিয়ান রেক এখন কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কে চলছে।

নতুন রেক এমআর-৫১৪ দমদম স্টেশন থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে-এ তার প্রথম দৌড় শুরু করে। ১টা ০১মিনিটে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে পৌঁছায়। আবার এটি কবি সুভাষ থেকে ১টা ১০ মিনিটে ফিরতি যাত্রা শুরু করে। ১টা ৫৯মিনিটে দমদম স্টেশনে পৌঁছায়। বর্তমানে চালু এসি রেকের তুলনায় এই ধরনের রেকের ১০০ মিমি চওড়া দরজা রয়েছে। এই কোচের আসন ক্ষমতাও বেশি। এছাড়া ডালিয়ান

রেকে রয়েছে উন্নত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। এই রেকগুলির প্রশস্ত দরজা ব্যস্ত সময়ে যাত্রীদের সহজে প্রবেশ এবং প্রস্থান সহজতর করবে। ঝাঁকুনিও আগের চেয়ে কম হবে। কোচের ভেতরে সিসিটিভি কভারেজ, মডিউলার এবং প্রশস্ত ভেস্টিবিউল, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আরও আসনের ব্যবস্থা-সহ বর্ধিত আসন এই রেকগুলির অনন্য বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও সুন্দর ডিজাইন, উন্নত এয়ার ডিফিউজার, উচ্চ ক্ষমতার এসি, বাইরের ইঙ্গিত বাতি-সহ ছোট এবং মসৃণ অ্যালার্ম ডিভাইস, উজ্জ্বল মাল্টিকালার মাল্টিলিঙ্গুয়াল ডিসপ্লে বোর্ড, ইউনিফর্ম আলোকসজ্জা, হুইল চেয়ার পার্কিং সুবিধা এবং ডোর সাইড হ্যান্ড রেলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলি কলকাতা মেট্রোর এই রেকগুলিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছে। এই রেকগুলিতে কিছু উন্নত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম, স্ট্যাপ সহ নিয়ন্ত্রিত স্রাব অগ্নি নির্বাপক, সিসিটিভি ক্যামেরা, প্রশস্ত নির্গমন দরজা এবং অ্যান্টি-স্কিড রাবার মেঝে সহ নির্বাসন র‍্যাম্প। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র।

উল্লেখ্য, কলকাতা মেট্রোর বর্তমানে ব্লু লাইনের জন্য সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ২৯টি রেক, অরেঞ্জ লাইনের জন্য ৩টি রেক, পার্পল লাইনের জন্য ২টি রেক এবং গ্রিন লাইনের জন্য ১৪টি রেক রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২৪ S.D.E.M., আরামবাগ, হুগলী কোর্টে ১০২৮৩ নং এফিডেভিট বলে Subhendu Gangopadhyay S/o. Amiya Gangopadhyay ও Dr. Subhendu Gangapadhyay S/o. A. Gangapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল প্রতাপ ঘোষ পিতা- ৺বৈদ্যনাথ ঘোষ সাং- গড়ের গোপপাড়া লেন, সুত্রাগড়, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ ইংরাজি ০৩/০১/২০২৪ তারিখে শান্তিপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে ৫৩ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন সত্য সরকার পিতা- ৺অসিত সরকার সাং+পো: হরিপুর, শান্তিপুর, নদীয়াকে।জমির বিবরণ: মৌজা ২০ নং সুত্রাগড়, এল. আর. খতিয়ান নং- ৪১০৮, দাগ নং- এল. আর. ২২ । জমির পরিমাণ- ৩৩ শতক। বিক্রিত জমির দলিল নং- ৮৫৩/২০২৪। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে নতুবা আইনানুগ পদক্ষেপ হইবে।
মোনালিসা ব্যানার্জী (অ্যাডভোকেট), পূর্ব বর্ধমান।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল ১) তাপসি অধিকারী স্বামী- ৺ভাস্কর অধিকারী, ২) কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণেন্দু অধিকারী সর্ব পিতা ৺ভাস্কর অধিকারী, ইংরাজি ০২/১১/২০২১ তারিখে শান্তিপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে ২২০ নং আমমোক্তার নিযুক্ত করেন (¡) লিটন দাস পিতা- রনজিৎ দাস, সাং- এস. এন. রোড, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, (¡¡) বাসুদেব সাহা পিতা- আশুতোষ সাহা সাং- বাইগাছি পাড়া, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪, (¡¡¡) রাধারানী কুন্ডু স্বামী- গোবিন্দ কুন্ডু সাং- আর. এন. ঠাকুর রোড, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ কে। জমির বিবরণ: মৌজা - ২৫ নং বাইগাছি, এল. আর. খতিয়ান নং- ৬০৪/২, ২০২৭, ২৪০০। এল. আর. দাগ নং- ৫২৫ । জমির পরিমাণ- ১৩.১২৫ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে নতুবা আইনানুগ পদক্ষেপ হইবে।
মোনালিসা ব্যানার্জী (অ্যাডভোকেট), পূর্ব বর্ধমান।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল জলেশ্বর ঘোষ পিতা- মহাদেব ঘোষ সাং- কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সরনী, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ ইংরাজি ৩০/০৫/২০২৩ তারিখে শান্তিপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন (১) বাদল ঘোষ পিতা- নাড়ু ঘোষ সাং- লঙ্কাপাড়া লেন, সুত্রাগড়, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ (২) শ্রী বিশ্বজিৎ দাস পিতা- ৺নরেন দাস সাং- ২ নং রেলগেট, শান্তিপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৪০৪ কে। জমির বিবরণ: মৌজা ২০ নং সুত্রাগড়, এল. আর. খতিয়ান নং- ১৯০৬/১, ১০৫২৩। দাগ নং - এল. আর. ২৮, ৩০ । জমির পরিমাণ- ৯৯ শতক, ২০০ শতক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে নতুবা আইনানুগ পদক্ষেপ হইবে।
মোনালিসা ব্যানার্জী (অ্যাডভোকেট), পূর্ব বর্ধমান।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী দেবব্রত সাহা পিতা শ্রী ননী গোপাল সাহা সাকিম নবাব বাগান, পোঃ চুঁচুড়া, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০১ বিগত ইং- 04/10/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে I-9471/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল (**শ্রী অরূপ দাস** পিতা ৺ভীমচন্দ্র দাস সাকিম আকনা পোঃ সুগন্ধ্যা, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলীচুঁচুড়া,৭১২১০২)-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল ইং- 16/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9629/2024 নং দলিল মূলে **১) শ্রী সন্দীপন সেনগুপ্ত** পিতা ৺ডালিম সেনগুপ্ত, **২) শ্রীমতী পলি সেনগুপ্ত** স্বামী শ্রী সন্দীপন সেনগুপ্ত সাকিম 51/1, বানী পল্লী, পোঃ এ্যাঙ্গাস, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন 712221 মহাশয়/মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, জে.এল. 14, হাল এল. আর. 320 খতিয়ানে, আর. এস. 227, তথা হাল এল. আর. 324 নং দাগে বাগান বর্তমানে বাস্তু 1 কাঠা 4 ছটাক 2 বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী সন্দীপন সেনগুপ্ত** পিতা ৺ডালিম সেনগুপ্ত, **২)শ্রীমতী পলি সেনগুপ্ত** স্বামী শ্রী সন্দীপন সেনগুপ্ত উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

সঙ্গীত শিক্ষা

গান তবলা সহযোগে প্রাকটিশ ও তবলা শেখানো হয়। চ্যানেল ভিশনে গাইবার সুযোগ।
মো: 6289853902

আমমোক্তারনামা

মৌজা-লস্করপুর, জে.এল. নং.-৬৬, হাল খতিয়ান নং.-১৭০৬/ ১, ৫৯৫, ১৮৪৯, দাগ নং-২৮৬৯। ডাঙ্গা-১ ষোলো আনায় ১৫০ শতক মধ্যে ৪৯.২২।
আমমোক্তার গ্রহীতা ঃ- ১) পরেশ শাসমল, পিতা- ৺অষ্টবসু শাসমল, সাং-একঘরপুর, পোঃ -জুজুরসাহা, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০২, পেশা-ব্যবসা। ২) ভোলানাথ দলুই, পিতা- ৺বঙ্কিমচন্দ্র দলুই, সাং- ফটিকগাছি, পোঃ- সিদ্ধেশ্বর, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৪১৪, পেশা-ব্যবসা। ৩) শ্রীমন্ত পাত্র, পিতা- শ্রী অনুধ্বজ পাত্র, ৪) সুদীপ্ত মাইতি, পিতা- আনন্দ মোহন মাইতি, উভয়ের সাং ও পোঃ- লস্করপুর, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৪১৪, পেশা- ব্যবসা।
আমমোক্তারদাতা ঃ- ১) সৈকত খাঁড়া, পিতা- ৺রথীন্দ্রনাথ খাঁড়া, সাং ও পোঃ- লস্করপুর, থানা-জগৎবল্লভপুর, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৪১৪, পেশা-চাষাদী, হাল সাং- ঝালুয়াররোড, পোঃ- মাকড়দহ, থানা- ডোমজুড়, হাওড়া, পিন-৭১১৪০৯। ২) চৈতালী নন্দী, স্বামী- শ্রী গনেশ নন্দী, সাং- ২৮/১, তাঁতিপাড়া লেন, পোঃ- সাঁতরাগাছি, পিন নং-৭১১১০৮, থানা-শিবপুর, এখন- চ্যাটার্জি হাট, হাওড়া, পেশা-গৃহকার্য্য।
আমমোক্তারনামা নং. ০৫১৩১০০৯০ তারিখ ১.১২.২০২৩। রেজেষ্ট্রী অফিস হাওড়া ডি.এস.আর.-২।
যদি কাহারও কোনও আপত্তি থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রমান সহ এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করবেন জগৎবল্লভপুর মুন্সীরহাট বি.এল.আর.ও. অফিসে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কাজ হইবে।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে যে, আমার মক্কেলগণ যথা পার্থ গাঙ্গুলী ও সোনালী গাঙ্গুলী, হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানাধীন এ.ডি.এস.আর. ও মহকুমা চন্দননগর, চাপদানি মিউনিসিপ্যালিটির ১৩ নং ওয়ার্ড ভুক্ত খুঁড়িগাছি (নতুনপাড়া) রোডস্থিত, খুঁড়িগাছি মৌজার জে.এল. নং ২০, সীট নং ২, এল.আর. ৫৩৮/১ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস. ১৫২৬ নং তথা এল.আর. ১৫৩৫ নং দাগে কমবেশী ২ কাঠা শুনা শ্রেনীভুক্ত জমিজমা জনৈক ১) অরুণ ঘোষ, ২) নবকুমার ঘোষ, ৩ক) সাবিত্রী ঘোষ, ৩খ) আশীষ ঘোষ, ৩গ) দীপঙ্কর ঘোষ, ৩ঘ) লক্ষ্মী ঘোষ, ৪ক) কল্পনা ঘোষ, ৪খ) মুনমুন ঘোষ, ৫) কল্পনা ঘোষ এবং ৬) অর্চ্চনা ঘোষ উভয়ের সাকিন খুঁড়িগাছি, দক্ষিণপাড়া, পোঃ- সারদাপল্লি, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, ৭১২১২৪ দিগের পক্ষে ০৬০৪০০৩০৭/২০১৮ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত আমমোক্তার অশোক কুমার দত্ত, পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত, সাং ৩, শান্তিপল্লী, পোঃও থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, ৭১২১২৪ মহাশয়ের নিকট হইতে ইং ৫/৪/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৪০১২৫২/২০১৯ দলিল মূলে ২ কাঠা শুনা জমি খরিদ করিয়া সিঙ্গুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর. জেলা হুগলী, অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন রকম অভিযোগ থাকে তা হলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে। নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে। বিকাশ কর্মকার, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট কোলকাতা। Reg. No.- WB-225/2007. M-9903497515.

NOTICE

I, Md. Mumtaz, along with my brother Shamsad Alam, both sons of Md. Idrish, declare that we have purchased a plot of land measuring 1, 665 sq. ft. (02 khatahs 05 chattaks or 3.81 decimal) located at Mouza : Chak Mullazore, J.L No. - 15, R.S. Dag No. - 98, L.R. Dag No. - 52, L.R. Khatian No. - 7, under Bhatpara Municipal, Ward No. - 30, P.S. - Jagaddal, North 24 Parganas, West Bengal.
The land was purchased from MD. Qamruddin through his power of attorney Sunil Das, as per the registered deed dated March 28, 2017. I intend to register my name for this in land in the BL & LRO office. Any objections should be reported to the concerned authority within 30 days; failing which, the law will proceed accordingly.
Contact : Md. Mumtaz
Jagatdal
8240248705

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা সেপ্টেম্বর। ১৬ ই ভাদ্র। রবি বার। চতুর্দশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা, মৃতে এক দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্বত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ১৫ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার

‘আরজি করের সব দুর্নীতির মাথায় বসে মমতা ঘনিষ্ঠ শ্যামাপদ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যাবাদী’

বিস্ফোরক মন্তব্য অধীর রঞ্জন চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ‘আরজি কর হাসপাতালে সমস্ত দুর্নীতির মাথা বসে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শ্যামাপদ নামে এক ব্যক্তি।’ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নিশংস ধর্ষণ হয়ে খুন করার ঘটনার পর ২২ দিনের মাথায় শনিবার নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের পানিহাটির বাড়িতে গিয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি তাপস মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, তিনি বিভিন্ন সূত্রে তা জানতে পেরেছেন, আরজি কর হাসপাতালে সমস্ত চক্রের মাথায় আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ শ্যামাপদ নামে এক ব্যক্তি। অধীরের প্রশ্ন, এই শ্যামাপদ কে? যার আঙ্গুলি হেলনে আরজি কর হাসপাতাল দুর্নীতির আতুরঘর হয়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, তদন্তের শাখা-প্রশাখা দীর্ঘায়িত করতে হবে। অন্যথায় ঘটনার প্রকৃত সত্যতা সামনে আসবে না। এমনকি নির্যাতিতার পরিবারও তদন্তের সমাপ্তি দেখতে চান। অধীরের বক্তব্য, ‘আদালতের নির্দেশে ঘটনার সিবিআই তদন্ত হচ্ছে। কিন্তু তদন্তে গাফিলতি থাকলে সিআইডি কিংবা পুলিশ আদালতে তথ্য জমা দিক। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য সরকার নিজে চাইছে সমস্ত অপরাধীদের আড়াল করতে। যাতে সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষা করা যায়।’ কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী এদিন আরও বলেন, ‘দেশের আইনে ফাঁসির ব্যবস্থা আছে। নির্ভয়া কাণ্ডে অভিযুক্ত অপরাধীদের চারজনের ফাঁসি হয়েছে। কলকাতায়

ধর্ষণ-খুনে অপরাধী ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়েছে। সুতরাং ফাঁসির জন্য নতুন করে বিল আনার দরকার নেই।’ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁর কটাক্ষ, ‘ফাঁসি দিতে গেলে প্রমাণের দরকার। দিদি তো সেই প্রমাণ দেবেন না। অথচ উনি ফাঁসির আওয়াজ তুলবেন।’ এদিন অধীর বলেন, গত ১৪ আগস্ট রাতে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে তিনি ঠিকমতো কথা বলতে পারেননি। তাই এদিন দলের চিকিৎসক সেলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফের এলেন। নির্যাতিতার পরিবারের একটাই দাবি, হারানো সন্তানের খুনি, ধর্ষক ও অপরাধীদের বিচার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক নির্যাতিতার মা, বাবার সঙ্গে কথা বলার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর আরও বলেন, ‘এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একজন মিথ্যাবাদী। এই গোটা বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে এ আর একটা নাটক চলছে। বিল আনার কথা বলে বাংলার মানুষের কাছে ধোঁকা দেওয়ার আরও একটি নতুন করে অস্ত্র পেয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই বাংলাদেশের প্রসঙ্গ তিনি টেনে আনছেন।’ সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে বারবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কড়া ভাষায় জবাব দেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, ‘নির্যাতিতার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে পুলিশের পক্ষ থেকে নির্যাতিতার বাবাকে আর্থিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল।’ এমনকি ‘নির্যাতিতার মৃতদেহ বাড়ির সামনে ঘণ্টাখানেক রেখে দিয়ে আরেক দিকে মা বাবার উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল’ বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মদ্যপ সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

জোড়া এফআইআরে ওঠে পড়ুয়াদের অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে কেলেঙ্কারির শেষ নেই। আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর জি কর ইস্যুতেই একেই তপ্ত যুব সমাজ তথা গোটা বাংলা। এবার সেই রেশের মধ্যেই এ যেন ঘৃতাহুতি। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় এক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করার সময় দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে কর্মসূচির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক মদ্যপ সিভিক ভলেন্টিয়ার। এমনই অভিযোগে উত্তাল হল বিটি রোড। ঘটনাটি শুক্রবার রাতের। রবীন্দ্রভারতীর পড়ুয়াদের অভিযোগ, ওই রাতে পড়ুয়ারা আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় এক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছিল। ওই সময় দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্যে ঢুকে পড়ে এক মদ্যপ অবস্থায় থাকা সিভিক ভলান্টিয়ার। ওই ব্যক্তি বাইক নিয়ে সোজা ধাক্কা মারে ব্যারিকেডে। পড়ুয়ারা ওই সিভিককে ঘিরে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন। সেই সময় এক সার্জেন্ট এসে ওই সিভিককে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। পড়ুয়াদের অভিযোগ, অপরাধ করা সত্ত্বেও ওই সিভিকের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূর। উল্টে তাঁকে ছাড়িয়ে নেয় ওই সার্জেন্ট। এরপরই তারকেশ্বর পুরী নামে ওই সার্জেন্টকে ঘিরে ‘মদ্যপ’ সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে শনিবার ভোর প্রায় সাড়ে তিনটে থেকে সিঁথির মোড়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করতে শুরু করে রবীন্দ্রভারতীর পড়ুয়ারা। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ থাকে বিটি রোড। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। অবরোধের জেরে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনার প্রভাবে অবশেষে কাশীপুর থানার তরফে অভিযুক্ত সার্জেন্ট এবং সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টার অবরোধের পর অবশেষে পুলিশের নেওয়া জোড়া এফআইআরকে কপি হাতে পাওয়ার পর তাকে স্বাগত জানিয়ে সিঁথির মোড় থেকে অবরোধ তুলে নেন পড়ুয়ারা। এরপর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে ইতিমধ্যেই হেফাজতে নিয়েছে কাশীপুর থানার পুলিশ। তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত সার্জেন্টের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

আইএমএ বেঙ্গলের পোস্ট নিয়ে ফের অস্বস্তিতে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে ফের অস্বস্তিতে কলকাতা পুলিশ। আইএমএ বেঙ্গলের এক ফেসবুক পোস্টে সামনে এল একাধিক প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ঘটনার দিন অকুস্থলে থাকা এক লাল জমা পরা ব্যক্তিকে নিয়ে জোরদার চাপানউতোর চলছিল। কে তিনি, কী তাঁর পরিচয়, কেন তাঁকে আটকানো হল না, কী করছিল সে হাসপাতালে, তা নিয়ে উঠেছে একগুচ্ছ প্রশ্ন। একইসঙ্গে এই লাল জামা পরা সন্দেহজনক ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ওই নির্যাতিতা চিকিৎসক তরুণীর মা। শেষ পর্যন্ত আইএমএ বেঙ্গল জানায়, ওই ব্যক্তির নাম অভীক দে। তিনি এসএসকেএমের সার্জারি বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের প্রথম বর্ষের ট্রেনি। কিন্তু, তিনি ফিঙ্গার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞ হলেন কীভাবে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। আর এই প্রশ্ন তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করা হয় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ শাখার তরফ থেকে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে লালবাজারের তরফে জানানো হয়, লাল জামা পরা ওই ব্যক্তি ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট। কিন্তু, কীভাবে হলেন সেই প্রশ্ন তুলছে আইএমএ। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, এসএসকেএম এর ডাক্তার হয়েও এই ব্যক্তি কী করে পৌঁছালেন ক্রাইম সিনে, তাঁর ভূমিকা ঠিক কী, কেন তাঁকে ঢোকার মুখে বাধা পেতে হল না।

প্রসঙ্গত, আরজি কর ঘটনায় এক লাল জামা পরা ব্যক্তিকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল মৃতা তরুণী চিকিৎসকের মাকে। স্পষ্ট বলেছিলেন, ‘লাল টি-শার্ট পরে এক ব্যক্তি এসে ওখানে কিছু খোঁজাখুঁজি করছিল। সন্দেহজনকভাবেই তাকাচ্ছিল। আমার পাশে একজন পড়ুয়া ছিল, তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম ওই ব্যক্তির পরিচয়। সে বলেছিল গ্রুপ-ডি স্টাফ।’ স্বভাবতই ওই ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে।

আরজি করে দুর্নীতির কথা মানলেন সিনিয়র ডাক্তাররাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে তরুণী চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণকাণ্ডের বিচার চাওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগেও সরব সব মহল। জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি এবার মুখ খুলছেন সিনিয়র চিকিৎসকেরাও। আন্দোলনের সঙ্গে থাকার বার্তা দিচ্ছেন তাঁরাও। দিনের পর দিন যে হাসপাতালে বেনিয়ম চলেছে সে কথাই কার্যত স্পষ্ট হল একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের একটি কনভেনশনে ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক দেবব্রত দাসকে বলতে শোনা গেল, ‘হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও জড়িয়ে যাচ্ছিলেন অনৈতিক কাজে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে ওই চিকিৎসককে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘গত চার বছর ধরে অনেক অনৈতিক কাজের সঙ্গে

ইএনটি বিভাগের চিকিৎসক দেবব্রত দাসের কথায়।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আমলে স্বৈরাচার চলত বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই সেই দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। ছাত্রছাত্রীদের ফেল করানো, পাশ করাতে মোটা টাকা চাওয়া, হাসপাতালের বর্জ্য পাচার, আর্থিক তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ, বেআইনি পার্কিং সহ আমিও জড়িত। আমার মনে হয়, এখানে যারা ফ্যাকাল্টি আছে, তারাও জড়িত। কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছিলাম বলতে যে এটা ভুল হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত মেয়েটা প্রাণ দিয়ে বোঝাল যে এবার বলতে হবে- ‘এটা ভুল হচ্ছে, এই লোকটা কালপ্রিট।’ শুধু দেবব্রত দাস নন, আরজি করের নতুন এমএসভিপি সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায় জানান, বিচার না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না আন্দোলন। কারও চাপে মাথানত করবেন না তিনি।

আরজি কর ইস্যুতে ধর্মতলায় বিজেপির ধরনার তৃতীয় দিনে দিলীপ ঘোষ ও রাজ্য নেতৃত্বরা।

৪০ মিনিটের খোঁজে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে নেমে চল্লিশ মিনিটের রহস্য ভেদ করতে মরিয়া সিবিআই। গত ৯ অগাস্ট সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ প্রথমবার ওই তরুণী চিকিৎসকের মৃতদেহ দেখেছিলেন প্রথম বর্ষের এক ছাত্র। এখনও পর্যন্ত তদন্তে সেরকমই তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু আরজি কর হাসপাতালের পুলিশ আউটপোস্টে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর এসে পৌঁছয় সকাল ১০.১০ মিনিটে।

সকাল সাড়ে ৯টায় মৃতদেহ উদ্ধারের পর পুলিশ আউটপোস্টে খবর পৌঁছতে কেন ৪০ মিনিট সময় লাগল এবং ওই সময়ের মধ্যে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো কিছু ঘটেছিল কি না আপাতত সেই রহস্যেরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে সিবিআই সূত্রে খবর, আরজি কর হাসপাতালের চারতলার ওই সেমিনার রুমে প্রথম বর্ষের এক পিজিটি পড়ুয়া সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই নির্যাতিতার দেহ প্রথম বার দেখতে পান। সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদে নিজেই তিনি সেকথা জানিয়েছেন প্রথমবর্ষের ওই পিজিটি পড়ুয়া। কলকাতা পুলিশকেও একই বয়ান দিয়েছিলেন বলেই জানা যাচ্ছে। তিনি আরও জানান, ওই সময় চেস্ট মেডিসিন বিভাগে কর্তব্যরত যাঁরা ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে গিয়ে মৃতদেহ পড়ে থাকার কথা বলেন তিনি।

এখানেই তদন্তকারীদের প্রশ্ন, এরপরেও কেন পুলিশ আউটপোস্টে খবর পৌঁছতে ৪০ মিনিট সময় লাগল। এই ৪০ মিনিটে কী হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরই খুঁজছেন তদন্তকারীরা। ওই ৪০ মিনিটে হাসপাতাল থেকে কাদের কাছে ফোন গিয়েছিল, সেমিনার রুমে কারা কারা ঢুকেছিল, এই ধরনের প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

আরজি করে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধারের পর সেমিনার রুমের বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। উঠেছে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের অভিযোগও। যদিও সেই সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে কলকাতা পুলিশ। কোনও তথ্যপ্রমাণ লোপাট হয়নি বলেও দাবি করেছে পুলিশ। সিবিআই-এর তদন্তকারীরা অবশ্য ৪০ মিনিটের রহস্যভেদ করতেই মরিয়া।

আরজি করকাণ্ডে কেপি’র অতি সক্রিয়তায় প্রশ্ন হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের ঘটনায় ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং ঘটনাস্থলের ছবি তুলে ধরে ব্যাখ্যাও দিতে দেখা গেছে। একটি ঘটনায় যখন কেন্দ্রীয় সংস্থা এদিকে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন’ বা সিবিআই এই ঘটনার তদন্ত করছে। এই ঘটনার তদন্তভার আদৌ কলকাতা পুলিশের হাতে নেই। এরপরও কেন বারবার কথা বলছে কলকাতা পুলিশ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস কর গুপ্ত। সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে এও জানান, কলকাতা পুলিশের এমন পদক্ষেপে তদন্ত ব্যাহত হতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, আরজি করের ঘটনাটি তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত করছে সিবিআই। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ও পর্যবেক্ষণে তদন্ত হচ্ছে। এই পর্যায়ে প্রথম যারা তদন্ত করছিল, তাদের বলা হয় ‘ফাংটাস অফিসিও’। অর্থাৎ তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার পর কলকাতা পুলিশ এখন ‘ফাংটাস অফিসিও’, যাদের তদন্তের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে।

এক্ষেত্রে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস কর গুপ্তর বক্তব্য, ‘এভরি লিকেজ ইজ আ লস ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন টু অ্যারাইভ অ্যাট এ কারেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কনক্লুসন।’ অর্থাৎ, তদন্তে কোনও ছিদ্র থাকলে, সঠিক কিনারায় পৌঁছতে বাধা আসে।

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, ‘কোনও তথ্য প্রমাণ গোপন করা হবে, কোনটা তদন্তের কাজে লাগবে, সেটা এই মুহূর্তে সিবিআই জানে।’ তাঁর প্রশ্ন, ‘পুলিশ এভাবে এমন কিছু সামনে আনছে না তো, যা সিবিআই হয়ত গোপন রেখে তদন্ত করছে। সে ক্ষেত্রে তদন্তে ওই লিকেজ বা ছিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।’ এ ব্যাপারে যদি মনে করে, তাহলে শীর্ষ আদালত সতর্ক করতে পারে বলে জানান অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রশ্নের মুখে মুখ্যসচিবের ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জামিন চেয়ে বারবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু কোনওবারেই চিঁড়ে ভেজেনি। এরপর শুক্রবারেও জামিন মামলার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে দেখা গেল রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। কেন এতদিন ধরে চার্জ গঠনের অনুমোদন দেওয়া হল না তা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্যের জামিনের মামলা ছিল এদিন। জামিন চাইতে গিয়ে মামলাকারীদের আইনজীবী আদালতে উল্লেখ করেন, আবেদনকারীরা সবাই সিনিয়র সিটিজেন। এ কথা শুনে কটাক্ষ করে বিচারপতিরা বলেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা সবাই সিনিয়র সিটিজেন আর প্রতারিতরা সকলেই যুবা।’ বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি।

এদিকে আদালতের অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে মুখ্যসচিবের ভূমিকা। অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুমতি দিতে হয় মুখ্যসচিবকে। কিন্তু এতদিন ধরে কেন সেই অনুমোদন দেওয়া হল না শুক্রবার তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

আগেও আদালত বারবার এ ব্যাপারে মুখ্যসচিবকে বারবার পদক্ষেপের অনুরোধ করেছিল। তাঁর স্পষ্ট অবস্থান জানানোর কথা বলেছিল। এরপরও তিনি এখনও পর্যন্ত অবস্থান স্পষ্ট করেনি বলে অভিযোগ। আদালত জানতে চেয়েছে, যদি না সরকার ধৃত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে চার্জ ফ্রেমের ক্ষেত্রে কন্সেন্ট (মতামত) দেয়, তাহলে আদালত বা সিবিআই কী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে সিবিআইকে এই ব্যাপারে তাদের বক্তব্য জানানোরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

ব্যারাকপুরে সোনার দোকানে ডাকাতির ধৃতদের দোষী সব্যস্ত করলো আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২৩ সালের ২৪ মে ভর সন্ধেয় জনবহুল ব্যারাকপুর আনন্দপুরীতে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডাকাতিতে বাধা পেয়ে দুষ্কৃতীরা স্বর্ণ ব্যবসায়ী নীল রতন সিংয়ের পুত্র ২৬ বছরের নিলাদ্রী সিংহকে গুলি করে হত্যা করেছিল। ঘটনার তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। গত ১৭ অগস্ট ব্যারাকপুর আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শনিবার ধৃতদের দোষী সব্যস্ত করলো বারাকপুর আদালত। আগামী ২ সেপ্টেম্বর আদালত সাজা ঘোষণা করবে। শনিবার বিকেলে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ঘটনার ১৫ মাসের মধ্যে ডাকাতির ঘটনায় অভিযুক্তদের দোষী সব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, ঘটনায় কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। কিন্তু ডাকাতদের ফেলে যাওয়া একটা ব্যাগের মধ্যে ব্লুটুথ ডিভাইস ছিল।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুমকি লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিভিক ভলান্টিয়রদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উঠছে গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ। আরজি করের ঘটনাতেও গ্রেফতার হয়েছেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এরপরই সেই ঘটনারই প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও এক মদ্যপ সিভিক পুলিশের বিরুদ্ধে উঠল প্রতিবাদীদের ব্যারিকেডে ধাক্কা মারার অভিযোগ। লাগাতার এই অভিযোগের পর সিভিকদের নিয়ে এবার কড়া লালবাজার। এবার থেকে যে সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়াররা মদ্যপান করে ডিউটি করেন, অথবা কাজে গাফিলতি আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে লালবাজার।

বস্তুত, শুক্রবার সিঁথির মোড়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের বিশেষ কর্মসূচি ছিল। রাত্রি ১১টা থেকে শুরু হয় জমায়েত। তবে ভোরের দিকে আচমকাই আচমকাই ব্যারিকেডে ধাক্কা মারে এক বাইর আরোহী। অবস্থানরত এক ছাত্রীর দাবি, ওই বাইকে লেখা ছিল পুলিশ। অভিযুক্ত নিজেও জানিয়েছেন যে তিনি ডিউটি-তে রয়েছেন। এরপরই বিক্ষোভকারীদের প্রশ্ন, একজন পুলিশকর্মী মদ্যপ অবস্থায় অন ডিউটি থাকেন কী করে? এই ঘটনার পর অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়রকে ছেড়ে দেয় ট্রাফিক সার্জেন্ট। লালবাজার সূত্রে খবর, সার্জেন্টের নামে অভিযোগ থাকায় ক্লোজ করা হয়েছে ও বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে এর আগে আরজি করের ঘটনার পর সিভিক ভলান্টিয়ার গ্রেফতার হতেই কড়া বার্তা পদক্ষেপ করেছিল লালবাজার। কলকাতা পুলিশের সদর দফতর সিভিক ভলান্টিয়রদের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য তলব করেছিল। মূলত, দুটি বিষয় জানতে চেয়েছিল লালবাজার। প্রথমটি হল, সিভিক ভলান্টিয়রদের কোনও চারিত্রিক দোষ রয়েছে কি না, দ্বিতীয়টি হল অতীতে ওই সিভিকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোনও কাজের অভিযোগ আছে কি না। আর তাদের সমস্ত কিছু খোঁজ নিয়ে এনওসি পাঠাতে বলা হয় সংশ্লিষ্ট থানাকে।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করলেন আলি নওয়াজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করকাণ্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায় মুখ পুড়িয়েছে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ারের। শুধু সঞ্জয়-ই নন, নানা ঘটনায় সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়ে এক বিরুপ মনোভাব তৈরি হয়েছে আমজনতার মধ্যে। শুক্রবার রাতেও মদ্যপ এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিঁথির মোড় এলাকা। তারমধ্যে পারিবারিক হিংসার ঘটনাও কম উঠে আসছে না এই সিভিকদের বিরুদ্ধে। তবে সব সিভিক যে এক নন, তা প্রমাণ করলেন আলি নওয়াজ নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক যুবকের প্রাণ বাঁচাতে ত্রাতার ভূমিকা নিলেন ওই সিভিক। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম এক যুবককে কাঁধে তুলে প্রায় পাঁচশো মিটার নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান আলি নওয়াজ।

সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে রাত প্রায় ১১টা নাগাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি মোটরসাইকেল। ওই বাইকে চালক ছাড়াও আরও একজন আরোহী ছিলেন। রাস্তা

থেকে কোনওভাবে পিছলে যায় বাইকের চাকা। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ফারহান আলম নামে এক যুবক। মাথার পিছন দিকে এবং ঘাড়ে গুরুতর লাগে তাঁর। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার উপরে পড়ে থাকেন ওই বাইক চালক। সেই সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন আলি নাওয়াজ নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ার। অত রাতে রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় আহত যুবককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িও পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারই আহত মোটরসাইকেল আরোহীকে নিজের কাঁধে তুলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা আহত যুবককে কাঁধে করে নিয়ে যান ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় সময় মতো গুরুতর আহত ওই যুবকের চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হয়। প্রাণেও বাঁচেন ওই যুবক। আপতত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, আহত যুবক কলকাতার মিত্র লেন এলাকার বাসিন্দা।

সম্পাদকীয়

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামেও মেয়েদের এক বড় ভূমিকা ছিল

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে প্রবন্ধকার বলেছেন, বিভিন্ন স্তরে জাতীয়তাবোধ যখন নানা চেহারা পেতে লাগল, সে সময়ে 'বিয়ের আগে মেয়েরা পরিবারের কারণে হয়তো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী, বিয়ের পরে নয়।' এই রকম একটা সিদ্ধান্তে প্রবন্ধকার কী ভাবে পৌঁছেলেন? বিয়ের আগে পরিবারের কারণে উৎসাহী মানে দাঁড়ায়; মেয়েরা কেবলমাত্র পরিবারের পুরুষ সদস্যদের স্বদেশিয়ানায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক কাজে যোগ দিচ্ছিলেন। অথচ, পরাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে অধীনতার গ্লানি অনুভব করে মেয়েদের মনে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক সচেতনতা জাগা এবং স্বনির্ধারিত ভাবে দেশের কাজে যোগ দেওয়ার বহু দৃষ্টান্ত আমরা বিশ শতকের গোড়া থেকে মেয়েদের আত্মকথায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে পাই। তাঁদের স্বদেশ-চেতনার নানা পরত ছিল। আর বিয়ের আগে তাঁরা উৎসাহী, পরে নয়; এ কথাই বা কিসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে? তাঁরা উৎসাহী ছিলেন না, না কি তাঁদের পায়ে বেড়ি পড়ানো ছিল? তা সত্ত্বেও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় বহু মেয়ে কোলের শিশু-সহ কারাবরণ করেছেন, অনেক সময় স্ত্রী-স্বামী এক সঙ্গে দেশসেবা করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে বিবাহিত নারী স্বামী-শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুঝে গোপনে যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে দেশের কাজে যুক্ত থেকেছেন। শেষোক্ত দৃষ্টান্তের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনীকে আমরা স্মরণ করতে পারি।

শব্দবাণ-৩১

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. গনতকার ২. সাপের কামড় ৫. অঙ্কশাস্ত্র ৮. জলখাবার, নাস্তা ৯. রঙ্গালয়ের সাজঘর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চাঁদের আলো, জোছনা ৩. ডান্ডা ৪. ঘন করা আখের গুড় ৬. শিব, মহাদেব ৭. রোগীর পক্ষে অখাদ্য।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০

পাশাপাশি: ১. অনুবাদক ৪. লেজ ৫.তপন ৭. রসুই ৯. ধারা ১১. জলকল্লোল।

উপর-নীচ: ১. অবারিত ২. বাটি ৩. কলেবর৬. নটরাজ ৮. ইন্তেকাল ১০. ছক।

জন্মদিন

আজকের দিন

পি এ সাংমা

১৯২৩ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হবিব তনভীরের জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি এ সাংমার জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

'সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা'...

শান্তনু রায়

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে এ শ্লোক প্রাচীন হলেও আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু সেহেতু বিদ্বানের কি থাকতে নেই স্বদেশের প্রতি দায়বদ্ধতা? পাণ্ডিত্যের বিশ্বস্বীকৃতিতে প্রদত্ত নোবেল 'নোবল' হতেও প্রাণিত করারই কথা। সেহেতু বিরল সম্মানীয় বিদ্বান ব্যক্তিত্বের থেকে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা-চিন্তনে সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা অধিক প্রত্যাশিত। এর ব্যত্যয় ঘটলেই সমাজ পরিসরে ওঠে প্রশ্ন জাগে ক্ষোভ। সমাজ-অঙ্গনে ভয়াবহ অন্যায় ঘটছে জেনেও নীরবতা কোন কোন সময় অপরাধের সমতুল্য-সাংবিধানিক সংস্থা তো বটেই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ক্ষেত্রেও এ প্রযোজ্য। তবে সময় বিশেষে সরব ও সময় বা ক্ষেত্র বিশেষে নীরবতা অধিক মারাত্মক যা জুলিয়েন বেন্দার কথায় সমাজের প্রতি 'বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাসঘাতকতা'।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনৈতিক শিবির অনুযায়ী এদেশে শিল্পী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে বিভাজন এখন সুস্পষ্ট; এ রাজ্যেও ব্যতিক্রম নয়। ফলত এক অদ্ভুত ন্যারেটিভের জন্ম নিচ্ছে যা বিভ্রান্ত করছে প্রকৃত উদার ও সহিষ্ণু চিন্তনকে। অসহিষ্ণুতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, যে বা যারাই এ অপকর্ম করুক না কেন। কিন্তু সন্দেহ জাগে এ বিচারে একচক্ষু হরিনের ভূমিকা কি আদৌ এ ব্যধি দূরীকরনে সহায়ক হবে।

প্রসঙ্গত 'আর্গুমেন্টেটিভ ইণ্ডিয়ান'এর রচয়িতা মাননীয় অধ্যাপক মহোদয়ের বিবিধ বিষয়ে মতামত নিঃসন্দেহে একই সঙ্গে আমাদের ঋদ্ধ করে, আবার বিতর্কেও প্রবৃত্ত করে-প্রাণিত করে। মাঝেমধ্যে এদেশে তাঁর সাময়িক অবস্থান কালে বিবিধ বিষয়ে কি মতামত ব্যক্ত করছেন সে ব্যাপারে সাধারনভাবে এক কৌতুহল থাকেই-তাঁর সাথে ভিন্নমত পোষনকারীজনেদেরও। অধিকন্তু বেশ কিছুদিন ব্যবধানে ও দেশের সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের পর তাঁর এবারকার আগমনেও বাড়তি একটা কৌতুহল হয়ত ছিল অন্তত শিক্ষিত বঙ্গজনদের মধ্যে — পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে এই নির্বাচনী ফলাফলের প্রভাব — বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে কি বলেন সেদিকে। সংবাদপত্র থেকে প্রকাশ দেশে অর্থাৎ কোলকাতায় পা দিয়েই সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি বললেন — ভারত যে হিন্দু রাষ্ট্র নয় সেটা সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে।তবে এই রায়ে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রকরার প্রচেষ্টা কিছুটা আটকানো গেলেও এখনও পুরোপুরি আটকানো যায়নি। সদ্য চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতারও সমালোচনা করে তিনি এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে যথেষ্ট আলোচনা না করেই এই নতুন আইন চালু করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত পরবর্তীতে জুলাইএর একেবারে গোড়ায় এক সাক্ষাৎকার-অনুষ্ঠানেও নিজস্ব দৃষ্টিকোন থেকে তিনি মনিপুরের ঘটনাবলী থেকে লেখিকা অনুরাধা রায়ের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হওয়া সহ সকল বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন এমনকী মোদীর এদেশের মুসলিম নাগরিকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এ উল্লেখ করতেও প্রবৃত্ত হয়েছেন— আশ্চর্জনকভাবে বাদ শুধু এরাজ্যের বিষয়। কপালপোড়া বঙ্গবাসীর দুর্ভাগ্য এদেশে মাঝে মধ্যে পদধুলিকালে মাননীয় নোবেল লরিয়েটের সাময়িক আবাসস্থল শান্তিনিকেতনের পৈতৃক বসতবাটি এ রাজ্যে হলেও এখানকার বর্তমান-ভবিষৎ সম্বন্ধে সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারেও একটি বাক্যও উচ্চারন করার গুরুত্ব বা তাগিদ অনুভব করেননি তিনি। মনিপুরের কথা তাঁর মনে আছে কিন্তু তার চেয়ে কম ভৌগলিক দূরত্বের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া মেঘালয়ে গত মার্চে শ্রীহট্ট থেকে আসা উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গ্রাম ইছামতীতে সিএএ বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনকারীদের দ্বারা একজন বাঙালিসহ দু'জন নিরীহ অজনজাতিকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারার মত নৃশংস ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার (সর্বভারতীয় পত্রিকায় গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত) প্রেক্ষিতেও নীরব প্রতিক্রিয়াহীন। জিঘাংসার এমন কুৎসিৎ প্রকাশের সংবাদও 'অতি সচেতন' এ রাজ্যের রাজনীতির পরিসরের মত মানসিক দূরত্বে তাঁর কাছেও অপাংক্তেয়! অথচ তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশ্ব স্বীকৃতিতে সর্বাপেক্ষা আনন্দিত ও গর্বিত হয় বোধকরি বঙ্গসন্তানেরাই।

এবারে দেশে এসে তিনি যা বলেছেন সবই রাজনৈতিক বক্তব্য — একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ও দেশের সরকারের সমন্ধে। তবে একজন অর্থনীতিবিদের এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় এবারের নির্বাচনী ফলাফলে 'হিন্দুত্ববাদী'দের একটু ধুয়ে দেওয়া গেছে এই উল্লাসে শরিক হতে রাজ্যের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অপারগ সাধারন বঙ্গজনদের অবশ্য অবাক বিস্ময় — সত্যিই এই পোড়া কপালের রাজ্যে আরও কত কি জ্বলন্ত সমস্যা নেই!

প্রসঙ্গত এবারের নির্বাচনে শাসকদল আসন কম পাওয়ায় অতি উৎসাহে জনত্র ম্যানডেট কোনদিকে জাতীয় বিতর্ক বোধকরি যে কোনভাবে ক্ষমতায় আসতে অধীরতায় অনুকুল আখ্যান নির্মানের এক বাড়তি রাজনৈতিক প্রয়াস হতে পারে-তবে এমন কোন ক্ষমতালিপ্সু দলীয় আখ্যান বিশ্ব পরিচিত এক নোবেল লরিয়েটকে 'অনুপ্রেরণা' যোগাবে এমনটা ভাবা কষ্টকর।

শরিকদলগুলির উপর নির্ভর করে কেন্দ্রে সরকার গঠন করায়,যা বহুদলীয় গণতন্ত্রে অস্বাভাবিক নয়, সরকার চালাতে সরকারের প্রধানকে কেমন হোঁচট খেতে হতে পারে এখনই সে রাজনৈতিক 'গবেষণা'য় অত্যুৎসাহীরা কি মনে করেন না বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এরাজ্যের হতভাগ্য অধিবাসীদের পক্ষে এই মুহূর্তে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি এই মৌলিক প্রশ্নটি-এ ফলাফল এরাজ্যে শাসকের আচরণে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বচ্ছ প্রশাসনের মাধ্যমে রাজ্যের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি দূরীকরণে কোন সুবিধা এনে দেবে না আরও অন্ধকারের দিকে যাওয়া ত্বরান্বিত করবে। অথচ মাননীয় অধ্যাপকের বক্তব্যে অনুল্লেখিত এরাজ্যের বর্তমান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কোন পর্যালোচনা বা অভিমত যা রাজ্যবাসীর কাছে নিঃসন্দেহে হতাশাজনক।

নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি সহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সদা উৎকণ্ঠিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন এক শিক্ষাবিদ এবং এভূমে শিকড় থাকার দাবিদার এক বিশিষ্ট বঙ্গসন্তানের কাছে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অচলাবস্থার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই কি ছিল না প্রত্যাশিত?

রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতিতে (সাদা খাতা জমা দিয়েও চাকরি) অভিযুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকরা জেল হেপাজতে-মায় রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁর বান্ধবী যার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকার সোনা এবং নগদে প্রায় অর্ধশত কোটি টাকা আজ দু'বছরের অধিককাল কারাবাসে। অন্যান্য পদের চাকরিতেও এবং রেশন দুর্নীতি গরু পাচার চক্রে অভিযুক্ত আরও এক মন্ত্রী জেলে, তিহাড় জেলে বন্দী দলের সম্পদ বোলপুরেরই বাসিন্দা এক রবিনহুড। একদিকে দুর্নীতির এবিধ ধারাবাহিক উদ্ঘাটন অন্যদিকে চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়েও দুর্নীতির কারণে বঞ্চিত যোগ্য চাকরীপ্রার্থী অসংখ্য ছেলে মেয়ের হাজার দিনেরও বেশি রাস্তায় গান্ধীমূর্তির কাছে অবস্থান নিত্যদিনের খবর।এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক দূর্নীতির অভিযোগ ও বিচারালয় দ্বারা এজন্য বারংবার ভর্ৎসিত হওয়ার কথা বোধকরি আজ সর্বজনবিদিত। অথচ এমন আবহে রাজ্যে ফিরে রাজ্যের ঘটনাবলী ও সে সম্পর্কে রাজ্য সরকারের ভূমিকার বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়াহীন-রবিঠাকুরের গানের শব্দ পরিবর্তনের মতো স্পর্ধিত প্রয়াসেও-সরব দেশের অন্যান্য রাজ্যের বিষয়ে। গরীব দেশে সাধারন মানুষের হাতে নগদ টাকার যোগান সময় বিশেষে প্রয়োজনীয়-এ কথা মেনে নিলেও স্থায়ী কর্মসংস্থান এর লক্ষ্যে পদক্ষেপ না করে মানুষকে ডোল-নির্ভর করে তোলার নেতিবাচক প্রভাব সম্বন্ধে এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসেবে তাঁর প্রাজ্ঞ অভিমত কি প্রত্যাশিত ছিল না? স্বচ্ছ পদ্ধতিতে শূন্য স্থায়ীপদ পুরনে অনীহা বা কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি এ থেকে বঞ্চিত করে ব্যাপকভাবে ডোল বিতরন করে রাজ্যবাসীকে ক্রমশ সরকারের অনুদান নির্ভর করার মাধ্যমে দলীয় নিয়ন্ত্রন আরও দৃঢ় করে দূর্নীতিকে চাপা দেওয়া ও প্রতিবাদী স্বরকে রুদ্ধ করার মরীয়া চেষ্টার কথা তিনি বোঝেননা এ আদৌ বিশ্বাস্য নয়। কিন্তু প্রাদেশিক শাসকের প্রভাব হয়ত উপেক্ষা করতে পারেন না বিবিধ কারণে। রাজ্যিক কর্ণধারদের অস্বস্তি বৃদ্ধি করতে তিনি নারাজ নাহলে 'সব সরকারী শূন্যপদে মেধার ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সাথে প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ করা উচিত'এ সরল বার্তাটুকুও অন্তত একবার উচ্চারিত হতে পারত রাজ্যে সাময়িক অবস্থান কালে।

আপাতভাবে এ আচরণ ভারি বিস্ময়ের হলেও সত্য যে বছরের অধিকাংশ সময় প্রতীচ্যে বসবাসকারী তাঁর মাপের ভি ভি আই পি'র গায়ে লাগার কথা নয় রাজ্যের সমস্যার কোন আঁচ। অধিকন্তু রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে তাঁর পাশে দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজ্য প্রশাসনের স্বতপ্রণোদিত উপস্থিতি। অনুমান এবিধ কারণেই দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনিক শৈথিল্যে উদ্ভুত পরিস্থিতি ও রাজ্যের নাগরিকদের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মুখ খুলতে অনীহা। এমনকী সারা রাজ্য ক্ষোভে প্রতিবাদে উত্তাল-ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে পথে মহ্লিারা শিল্পী কুশলীরা ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেও ইতিমধ্যেই প্রতিবাদমুখর সাম্প্রতিক যে ঘটনার প্রেক্ষিতে, সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের সেই বীভৎস হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনার সাথে রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এলেও দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে সদাচিন্তিত তিনি এখনও নীরব,প্রতিক্রিয়াশূন্য-যা তাজ্জব করেছে বঙ্গবাসীকে। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শিখিয়ে গেছেন-শিল্পী সাহিত্যিকের মনকে হতে হবে ব্যাপ্ত — কেবল নিজেরটুকু নিয়ে থাকা বা নিজের স্বার্থভাবনায় নিমজ্জিত থাকা নয়।

তবে তাঁর গুরুতর শিরঃপীড়া— দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুত অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তনে এদেশকে নাকি 'হিন্দু রাষ্ট্র' করার 'বিজেপির পরিকল্পনা'-প্রয়োজনীয় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসলে হয়ত যা রূপায়নের আশু সম্ভাবনা ছিল। তবে এখানে একটি বেয়াড়া কৌতুহল বা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক-অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবর্তিত হলে হিন্দুদের কি বিশেষ সুবিধা হবে বা তা কিভাবে হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের বাড়তি সহায়ক হবে? এর উত্তর দেবার দায় এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধবাদীদের। তবে প্রতীচি ট্রাস্টের মাননীয় কর্ণধার হয়ত স্মরণ করতে পারবেন যে এদেশে সমাজসংস্কারে পথিকৃৎ মহাত্মা রামমোহন ১৮৩১এপার্লামেন্টারি কমিটি প্রেরিত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্নমালার উত্তরে জানিয়েছিলেন— To effect this great and pre-eminently important code of civil law should be formed অভিন্ন দেওয়ানী বিধির পক্ষে নিজের অভিমত এভাবে নিজের মত করে ব্যক্ত করে রামমোহন সর্ব সম্প্রদায় ও ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য একই ধরনের আইন ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রকৃত লোকায়েত রাষ্ট্র গড়ার রাস্তা দিশা দিয়েছিলেন।

একশতকেরও অধিক সময় পার হয়ে ডঃ বি আর আম্বেদকারের স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজের সংস্কারের স্বপ্নই ব্যক্ত হয়েছিল এভাবে — I personally do not understand why religion should be given this vast expansive jurisdiction –so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon that field.

এঁরা 'হিন্দুত্ববাদী' কিংবা আর এস এস-মনোভাবাপন্ন এমন গবেষনা আজও জ্ঞাপিত হয়নি।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর দাবি বর্তমানে,যে কারণেই হোক মুখ্যত কেন্দ্রে প্রধান শাসকদলের-সংবিধান সভায় ব্যক্ত দিশা সত্ত্বেও স্বাধীনতার সাতাত্তর বছরের গোড়ায় দাঁড়িয়েও বিস্ময়করভাবে অন্য দলগুলির নয় — কিন্তু কেন সে প্রশ্নেরও ব্যাখ্যার দায় তাদেরই যারা এদাবিতেও হয়ত বিভাজনের (!) গন্ধ খুঁজে পান!নিঃসন্দেহে এক রাজনৈতিক দ্বিচারিতা।

কারণ গত শতকের ছয় এর দশক থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও মুসলিম সমাজে নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায় হেঁটেছিলেন গুটিকয় মানুষ যাদের অন্যতম ছিলেন মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার কোঙ্কোনের এক গ্রামে সাধারণ মারাঠি ভাষাভাষী পরিবারে জন্মগ্রহন করা এক আধুনিকমনস্ক ও সমাজসংস্কারক হামিদ দালোয়াই যাঁকে ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তাঁর মেকার্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে The last Modernist আখ্যায় ভুষিত করেছেন তাঁরও অন্যতম দাবি ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সক্রিয় রাজনীতির পরিসর ত্যাগ করে সমাজসেবায় এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারে পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত দলোয়াইএর পিছনে তখন না ছিল কোন রাজনৈতিক দল না কোন সামাজিক সংগঠন। বরং তাঁর সমাজসংস্কারের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করতেই ১৯৭৩ সালে তৈরি হয় মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রোটেকশান কমিটি যেটিই পরবর্তীকালের মুসলিম ল' বোর্ড যা আজ ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের বলে দাবিদার হিসেবে দাপিয়ে বেড়ায়; এরা যেমন তিন তালাক নিষিদ্ধকরনের বিরোধিতা করেছে — তেমনই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের কথা উঠলেই ধর্মীয় অজুহাতে রে রে করে ওঠে। এদের সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ থাকা জরুরি সংশ্লিষ্ট সকলের-বিশেষত মুসলিম জনমানসকে। কিন্তু দূর্ভাগ্যের এদের হাতেই তামাক খেয়ে যাচ্ছেন সুবিধাবাদী মহল এমনকী তথাকথিত বামমার্গীয় বৌদ্ধিক মহলের একাংশও যাঁদের কাছে ধর্ম নাকি অহিফেনসম বিষ। সেজন্যই সাধারন জনেরা আজ বিভ্রান্ত। তবে এ নিয়ে দেশে হালফিল বিতর্কের আবহে বছরখানেক আগে অভিন্ন দেওয়ানী প্রচলনের পক্ষে বলিষ্ঠ সাহসী উচ্চারণকারী জনৈক ওসমান মল্লিক মহাশয় জীবন বীক্ষার অভিমুখটির সঠিক উপলব্ধিতে 'শরিয়া পুরুষেরও প্রতিকুল' অনুভবে প্রশ্ন তুলেছেন এক নিবন্ধে যে ফৌজদারি আইন সহ বহু ক্ষেত্রে এক আইন যদি বহুত্ববাদ অনুসরনে বাধা নাহয় তবে অভিন্ন দেওয়নীবিধির ক্ষেত্রেই তা হবে কেন? উল্লিখিত ঐ দু'জনের কেউ বিজেপি কিংবা আর এস এস এর সদস্য/সমর্থক এমন কোন তথ্য নেই। তবুও স্বচ্ছ চিন্তনের সুস্পষ্টস্বরের দখিনা বাতাসের আবহেও রাজনীতি গ্রাস করে বিদ্বজ্জন দাবি করা অনেককেই।

বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হল মাননীয় অধ্যাপকের অসীম উৎকণ্ঠা — 'বাংলার প্রধান বিষয় হলো ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখা' যা কিঞ্চিৎ ধন্দ জাগায়- তাহলে কি এরাজ্য সম্পর্কিত বিষয়ের কি 'ঘাটতি পড়িয়াছে'!বছর কয় আগেও তাঁর 'পূর্ববঙ্গে যদি সাম্প্রদায়িকতা দমন করা সম্ভব হয়ে থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হবে না?'-মন্তব্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি,চিন্তার প্রতি, বিদ্যার প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বিস্মিত ব্যথিত অনেক মনেই প্রশ্ন জেগেছিল এমন অভিনব অভিমতের ভিত্তি কোথায় — বাস্তবের বিপ্রতীপ ও ভ্রান্ত এ ধারনার জন্ম কি দেশেরমাটির সাথে সম্পর্কের উষ্ণতাহীনতায় — নাকি প্রতীচির কর্ণধার প্রতীচ্যের চশমা পরিধানে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?সত্যিই যদি বাংলাদেশে 'সাম্প্রদায়িকতা দমিত' হয়ে থাকে তাহলে সেখানকার হতভাগ্য হিন্দুদের জীবনে কেন বারবার ফিরে আসে দুঃসময়! বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৩ সাল থেকে ন'বছরে হিন্দুদের উপর হামলার ৩৬৭৯টি ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আবুল বরকতের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৬৪ থেকে ২০১৩র মধ্যে ১.১৩ কোটি হিন্দু ওদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। ২০২২ এর আদমসুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার শতকরা হার ৭.৯৫ শতাংশ (দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পুর্ববঙ্গে ছিল প্রায় ২৯ শতাংশ) অন্যদিকে এপার বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু এসব ঘটনাবলী বোধকরি মাননীয় অধ্যাপক নজরে আসেনি বা এলেও 'বিশেষ' কারণে তিনি কোন প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপনের প্রয়োজন অনুভব করেননি। কিন্তু প্রশ্ন হলো তুলনীয় এমন কোন ঘটনা বা ক'টি ঘটেছে এরাজ্যে এমনকী রাজ্যের বাইরেও গত একদশকে বা তারও আগে। উল্লেখ্য ২০১৮ র এপ্রিল এ কোলকাতার আই সি সি আর প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী মাননীয়া তারানা হালিম সেদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা স্বীকার করে বলেছিলেন — 'বিএনপির সময় সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়েছে ,হাসিনার নেতৃত্বে এখন সম্প্রীতির বাংলাদেশ'। যদিও সে উক্তিও বাস্তবের যথার্থ প্রতিফলন নয়।২০২১ এ সংঘটিত রংপুরের ঘটনা ও মাস দু'য়েক পরে আবার পূর্বপরিকল্পনামত দুর্গাপুজোর অষ্টমীর সকালে কুমিল্লার দীঘিরপাড় পুজোমণ্ডপে ভাঙচুর শুরু, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের 'অবমাননা' হয়েছে এ অজুহাতে দেশের ২২টি জেলার প্রায় শতাধিক পুজোমণ্ডপে দুর্গাপ্রতিমা ভাঙচুর ও অপবিত্র করে তাণ্ডব চলেছে পাঁচদিন ধরে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও সিলেবাস থেকে অমুসলমান লেখকদের রচনা বাদ দিয়ে মুসলিম লেখকদের লেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল শেখহাসিনার আমলেও মৌলবাদী শক্তির সাথেও অনেক ক্ষেত্রেই সমঝোতা করেও বঙ্গবন্ধু কন্যা পারেননি নিজের গদি বাচাঁতে-পালিয়ে ফের সেই ভারতেই আশ্রয়। বস্তুত সেভূমে 'সাম্প্রদায়িকতা দমন করা সম্ভব হয়েছে' জাতীয় অলীক ধারণার অসারতা আরও একবার প্রমাণিত হলো সেদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী — যে সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া এখনও অজ্ঞাপিত।

উল্লেখ্য অধ্যাপক কথিত 'সাম্প্রদায়িকতা দমিত' পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশেরই এক হিংস্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকিতে স্বদেশত্যাগে বাধ্য হয়ে লেখিকাকে আশ্রয় নিতে হয় এদেশেই যদিও এরাজ্যে বসবাসকালে এদেশেও সক্রিয় সেই একই মৌলবাদী শক্তির অধীন এদেশেরই কোন কোন ধর্মীয় সংগঠন হুমকি দিয়ে সেই সাহসিনীর মাথার মূল্য ধার্য করেছিল,তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল হায়দ্রাবাদে এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে, কোলকাতা বইমেলায় অনুষ্ঠান পণ্ড করেছিল এবং অবশেষে এক রাতে এরাজ্য থেকেও বিতাড়ন-এ তথ্য কিন্তু কারো অজানা নয়। মৌলবাদী গোষ্ঠীর হুমকিতে এই লেখিকা আজও দেশছাড়া, ব্রাত্য এরাজ্যেও-এখন তাঁর যাপন এদেশেরই অন্যরাজ্যে গোপনস্থানে সুরক্ষাবলয়ের মধ্যে। আবার এক ধর্মীয় গোষ্টীর মৃত্যুদণ্ডের ফতেয়ার জন্য একদা প্রায় তিরিশ বছর ধরে গোপন আস্তানায় আত্মগোপন অন্তে বছর দুই আগে সাতাত্তরবছর বয়সে নিউইয়র্কে এক অনুষ্ঠানে ধর্মান্ধ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে একটি চোখ হারানো বুকার পুরস্কারজয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ সাহিত্যিক সলমন রূশদিকেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যসম্মেলনে যোগদান করতে দেওয়া যায়নি ২০১২য় মৌলবাদী গোষ্ঠীর আবদারে ও হুমকির ভয়েই। তখনও কিন্তু প্রতিবাদ আসেনি একে চরম অসহিষ্ণুতার প্রকাশ রূপে গণ্য করায় অনীহ ও ভীত বাংলা কিংবা ভারতের সুশীল সমাজ ও বিদ্বজনদের কাছ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই জাগে কৌতুহল-নোবেলজয়ী বিশ্ববরেণ্য মাননীয় অধ্যাপক তখন এদেশে ছিলেন কিনা বা এমনতর ঘটনায় তখন বা এখনও তাঁর পরিশীলিত মনে এবং মননে কি অনুভূতি হয়।

বাকস্বাধীনতার অধিকার কেবলমাত্র দেশের সরকারের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে, অন্যদল এবং কোন সামাজিক অন্যায়, ধর্মীয় কুসংস্কার বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধেও না — এমনতর ভাবনা কি তাঁর প্রজ্ঞা অনুমোদন করে! নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও তাঁর ব্যক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে গত ১৯শে জুন ১৭টি দেশের রাষ্ট্রদূতদের উপস্থিতিতে প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে ১৭৪৯কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫৫ একর বিস্তৃত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস এর উদ্বোধন হয়েছে শক্তিশালী ও সুস্থায়ী উন্নয়নের এক গৌরবজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে। প্রসঙ্গত ২০১৫তে অধ্যাপক মহোদয়ের আচার্য পদে মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি তাঁর পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব পাঠালেও তিনি লিখিতভাবে তাঁর নাম বিবেচনায় অসম্মতি জানালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্জীবনের জন্য প্রথম 'নালন্দা প্রস্তাব' এর উত্থাপক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী জর্জ ইয়োর নামটি চূড়ান্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

পুনশ্চ — নোবেলজয়ী ও বিশ্বখ্যাত সেই মনীষার সৃজন 'তর্কপ্রিয় ভারতীয়'র জ্ঞানদীপ্তিতে প্রেণাদিত ও তাঁর পাণ্ডিত্যের বিশ্ব স্বীকৃতিতে গর্বিত এক প্রবীন বঙ্গবাসীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে স্বতোৎসারিত সখেদ ভিন্নস্বরের অনুরণন এই নিবন্ধের শিরোনামটি হয়ত হতে পারত — শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পংক্তি অনুসরনে 'মানুষ বড় কাঁদছে তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও'।

আনন্দকথা

এই বুঝতে বলছে যে, বদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে — তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

''ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি, অগ্নি বললেই দাহিকাশক্তি বুঝা যায়; দাহিকাশক্তি বললেই অগ্নি বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা যায়।

''তাঁকেই 'মা' বলে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পায়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন ঃ

(উপায় — আগে বিশ্বাস — তারপর ভক্তি)

''ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়।।
কালীপদ-সুধাহ্রদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ডুবে রয়)।
তবে পুজা, হোম, যাগযজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়।। *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ গ্রেপ্তার স্কুলেরই প্যারা টিচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: একদিকে যখন আরজি করের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। বিচারের আশায় ও নারী সুরক্ষার দাবিতে পথে নেমেছেন সাধারণ মানুষ ও মহিলারা। সেই ঘটনার মধ্যেই এবার এক নাবালিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল প্যারা টিচারের বিরুদ্ধে। সরলতার সুযোগ নিয়ে যৌন হেনস্তার শিকার হয় দশম শ্রেণির ছাত্রী বলে অভিযোগ। ওই নাবালিকা কালনার পূর্বস্থলী বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী। অভিযোগ উঠেছে ওই বিদ্যালয়েরই প্যারা টিচারের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই স্কুলেরই প্যারা টিচারকে।

ধৃত ওই শিক্ষক ভবতোষ বিশ্বাস নাদন ঘাটের গঙ্গা নন্দপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ওই নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু করে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় তিন মাস আগে ওই নাবালিকাকে উচ্চ শিক্ষা দেবেন বলে ২৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি মোবাইল কিনে দেন ওই প্যারা টিচার এবং তাকে বলেন এই মোবাইল দিয়ে তাকে প্রতিদিন ভিডিও কলিংয়ে ক্লাস করাবেন এবং মোবাইলটি একটি বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন ওই শিক্ষক। এরপর মেয়েটির সঙ্গে মাঝে মাঝেই ওই শিক্ষক ভিডিও কলিং করে এবং বিভিন্ন যৌন ছবি উত্তেজক ভিডিও দেখাতেন এমনটাই অভিযোগ। এরপর প্রায় ২০ দিন আগে তাকে একটি পরিত্যক্ত পেপার মিলে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে সিঁদুর পরিয়ে শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ।

মেয়েটি প্রথমে ভয়ে বাড়িতে না জানালেও পরে পরিবারকে সবকিছু খুলে বললে পরিবারের পক্ষ থেকে ওই স্কুলে অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনার তিন চার দিন পেরিয়ে গেলেও কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাধ্য হয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই স্কুল শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে কালনা আদালতে পেশ করা হলে আদালতের বিচারক তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। মেয়েটির গোপন জবানবন্দি ও শারীরিক পরীক্ষাও এখনও হয়নি বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী মলয় পাঁজা।

বিস্ফোরণের কারণ ডিনামাইট? জানতে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিতে পারে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শুক্রবার রাতে প্রবল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি এলাকা। এতটাই ছিল যে বহুদূর থেকেও শোনা গিয়েছিল বিস্ফোরণের শব্দ। যে বাইকে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই বাইকের আরোহীর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণের তীব্রতায়। এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এলাকায় অবৈধ খননকাজের জন্যই বাইকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ডিনামাইটের মতো ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক। কিন্তু আদপেই কী বাইকে ছিল ডিনামাইটের মতো বিস্ফোরক? কী উদ্দেশ্যেই বা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই বিস্ফোরক, তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার লাপাহাড়ি মোড়ের অদূরে গতকাল রাতে বিস্ফোরণ হয়েছে একটি বাইকে। প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। শব্দ শুনে এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখেন

সেখানে একদিকে পড়ে রয়েছে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া একটি বাইক। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছেন স্থানীয় ঝনকা গ্রামের বাসিন্দা জয়দেব মণ্ডল। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে শালতোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

অভিযোগ ওঠে এলাকায় অবৈধ খননকাজের জন্য ডিনামাইট নিয়ে যাচ্ছিলেন জয়দেব মণ্ডল। শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার সঙ্গে শাসকদলের যোগেরও দাবি করেন।

এদিকে এই ঘটনার পরে পরেই পুলিশ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশও। বিস্ফোরণের মূলে কী আদৌ ডিনামাইটের মতো নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক বিস্ফোরক ছিল, তা জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকা গ্রামের বাসিন্দারাও শুক্রবার রাতের বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছেন। এই ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত এলাকাবাসীও। বিস্ফোরণের আসল কারণ নিয়ে ধন্দে পুলিশ।

ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কর্মরত অবস্থায় উঁচু জায়গা থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃতের নাম ভক্তেশ্বর বাউরি (৪৯)। বাড়ি রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের উপরডি গ্রামে। সাঁওতালডিহির ভোজুডি কোল ওয়াসারিতে কর্মরত ছিলেন তিনি। শুক্রবার বিকেলে সেখানে কাজ করার সময় একটি উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে তাঁর অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখান থেকে দুর্গাপুরের একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ শ্রমিকের দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। শনিবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তাঁর দেহ গ্রামে ফিরতেই শোকের ছায়া নেমে আসে গ্রামজুড়ে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীর ফাঁসি ও ধর্ষণে নয়া আইনের দাবিতে তৃণমূলের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আরজি করের ঘটনায় দ্রুত বিচার এবং সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি, ধর্ষণ এবং ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের দাবিতে এবং বিজেপির বাংলা বিরোধী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শনিবার বিকেল চারটে থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে একই দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। সেইমতো এদিন কাঁকসার ডাকবাংলো মোড়ে কাঁকসা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থানে বসেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা, এদিন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল সহ জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব।

এদিন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, আরজি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে নিশংস ভাবে খুন করার ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের যাতে দ্রুত শাস্তি দেওয়া যায় এবং সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সহ রাজ্যের মানুষ একই দাবিতে সরব হয়েছেন। ইতিমধ্যে রাজ্য পুলিশ একজন অপরাধীকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করেছে এবং আইন অনুযায়ী তার বিচার শুরু হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে সিবিআই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু তদন্তের ১৭ দিন পার হয়ে গেলেও এই ঘটনার তদন্তের কোনও অগ্রগতি তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না।

তাঁরা চান, যে ব্যক্তি ধরা পড়েছে সেই ব্যক্তি সহ আর যারা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের যাতে দ্রুত চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের যাতে সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি দেওয়া যায় এই দাবি তাঁরা করেছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আইন যাতে কেন্দ্র সরকার দ্রুত পরিবর্তন করে, সেই দাবিতে তারা আন্দোলন শুরু করেছেন। তিনি বলেন যেখানে সিবিআই এর তদন্তের কোন অগ্রগতি তারা দেখতে পাচ্ছেন না। সেই সময় কিছু মানুষ তারা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং পেছন দরজা দিয়ে কিছু রাজনৈতিক দল ক্ষমতা দখল করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশের বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যের নানান ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলেও সেই সমস্ত সংবাদ রাজ্যের প্রথম সারির সংবাদ মাধ্যম সম্প্রচার করছে না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপরাধ ঘটলে তা নিয়ে কোনও রকম ভাবে সেখানকার রাজ্যের মানুষকে কোনও প্রতিবাদ করতেও দেখা যাচ্ছে না। অথচ যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরজি করে নৃশংস ঘটনা ঘটার পরেই দোষীকে চিহ্নিত করে তাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলি মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য সমাজ মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তারই প্রতিবাদে তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন।

শিশুচুরির অভিযোগে চাঞ্চল্য খণ্ডঘোষে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: শনিবার শিশুচুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমান জেলার গোপাল বেড়া অঞ্চলের অন্তর্গত দোয়ারগ্রাম এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় মহিলা ভাটপুকুর বাজার হয়ে টোটোয় করে দোয়ার গ্রামে দিকে যায়। টোটো থেকে নেমে স্থানীয় এলাকার লোকজনেদের শিশু হওয়ার জন্য ওষুধ দিচ্ছেন বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এরপর হঠাৎ করেই একটি বাড়ি থেকে দু'টি শিশুকে প্রায় তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই শিশুদের বাড়ির লোকজন এবং আশপাশের প্রতিবেশীদের চোখে পড়ে। তাঁরা দেখতে পান টোটো থেকে নেমে দুই মহিলা শিশু দু'টিকে ধরে নিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে সকলে মিলে ছুটে এসে ওই মহিলা দু'জনকে আটক করেন এবং শিশু দু'টিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

দুই মহিলাকে আটক করে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই দুই মহিলার ব্যাগ থেকে গাছগাছরা জাতীয় কিছু ওষুধ পায়। এভাবে যদি দিনের পর দিন চলতে থাকে তা হলে এলাকার মানুষের এবং শিশুদের নিরাপত্তা কোথায় সেই প্রশ্ন তোলেন এলাকার মানুষ। যদিও শিশু চুরি করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই দুই মহিলা। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই দুই মহিলাকে আটক করে নিয়ে যান।

আরজি কর কাণ্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল-বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার আউশগ্রাম ২-ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আরজিকরে তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল। এদিন মিছিল থেকে বিজেপি ও সিপিএমকে আক্রমণ করে তৃণমূল নেতৃত্ব। আউশ গ্রাম ২নম্বর ব্লক সভাপতি আব্দুল লালন বলেন, 'আপনারা জানেন আরজিকরে যে তরুণী ডাক্তারি পড়ুয়াকে খুন করা হয়েছে, সেই খুনের প্রতিবাদের প্রথম আমাদের নেত্রী বলেছিলেন অভিযুক্তের ফাঁসি দিতে হবে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে বারবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু বিজেপি এই ঘটনাকে ইস্যু করে নোংরামি করছে। ছাত্র আন্দোলন বলে কলকাতাতে যে গুন্ডামি করেছে সেটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। সাধারণ মানুষ বিরোধীদের নির্বাচনে যোগ্য জবাব দিয়েছে। তাই এই ভাবে নোংরামি করছে। আগামী দিনে মানুষ এর প্রতিবাদ জানাবে। আমরা লাগাতার এই আন্দোলন চালাব।' এদিনের এই মিছিলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক হাজির হয়েছিলেন। রবিবার মহিলারা ব্লক অফিসে ধরনায় বসবেন অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে।

এদিন ভেদিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু করে ভেদিয়া হাটতলা পর্যন্ত মিছিল করা হয়। এদিন মিছিলের নেতৃত্ব দেন আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল লালন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আউশ গ্রাম ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মমতা বাড়ুই, রামনগর অঞ্চল সভাপতি আসগর শেখ, ভেদিয়া অঞ্চল সভাপতি নাসিরুল শেখ, যুবনেতা শেখ সঞ্জু সহ ব্লক নেতৃত্ব।

বাস-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন ৬ জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার দেওয়ানদিঘি থানার অন্তর্গত বর্ধমান নবদ্বীপ রোডের ওপর সোনপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাহী বাস নবদ্বীপ থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় উলটোদিকে বর্ধমান থেকে সমুদ্রগড়মুখী একটি লরির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসে প্রায় ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। যাঁদের মধ্যে বাসের পাঁচজন যাত্রী ও লরির চালক সহ মোট ৬ জন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দেওয়ানদিঘী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনায় বর্ধমান নবদ্বীপ রোডের ওপর যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়লে পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্থ যাত্রীবাহী বাস ও লরিটিকে অন্যত্র সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

সংখ্যা- ১এ/১এন/২০২৪/০৬ তাং- ৩০.০৮.২০২৪

চন্দননগর পৌর নিগমের পক্ষ থেকে মাথায় মল বহনের কাজে যুক্ত মনুষ্য-মল বাহক (Manual Scavenger) দের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যদি সংশ্লিষ্ট পেশায় কেউ নিযুক্ত থাকেন তাহলে তাঁরা যেন আগামী ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করবার জন্য পৌর নিগমের ২ নং বরো অফিসে যোগাযোগ করেন।

স্বাঃ
কমিশনার
চন্দননগর পৌর নিগম
চন্দননগর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১১.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিটি সংসদে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যাক্তিগন এবিষয়ে বিশদে জানবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ প্রাধান,
ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/Own Fund/N.I.T-21/2024-25
Memo no:- 1547/PWD/BM/2024-25
Date:- 31.08.2024

Name of the Work : 6 (Six) nos. total works (Sl. 1 to 6) Different type of Civil works in ward nos. 08, 09, 12 & 13. Last Date of Submission **09.09.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TITAGARH MUNICIPALITY
1, B.T. Road, Titagarh, North 24-Parganas, Kolkata-700119
Memo No. 417/(A)/TM/24 Date: 28.08.2024.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the activities with respect to Survey of Manual Scavenger & Survey of Insanitary Latrines under Titagarh Municipality will be conducted as per the following schedule.

1.	Survey	From 02.09.2024 to 10.09.2024
2.	Self Declaration Camp in the office of the Titagarh Municipality	From 05.09.2024 to 10.09.2024
3.	Field Enquiry	From 05.09.2024 to 12.09.2024
4.	Publication of Draft List	13.09.2024
5.	Period of receiving Claims and Objections at Municipality Office	From 13.09.2024 to 20.09.2024
6.	Disposal of Claims & Objections	From 13.09.2024 to 22.09.2024
7.	Publication of Final List	23.09.2024

Manual Scavenger, if any, may come at Self Declaration Camp at Municipality Office as per above schedule with valid proof of Manual Scavenging.

Sd/- Chairman,
Titagarh Municipality

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৭৬৬/৭৪৬/৭২৫ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, জরিমানা সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১	**১) সুরেডাটা কিপিং সিস্টেমস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা এবং তানিয়া বানু (সহ-ঋণগ্রহীতা), কবিরুল ইসলাম (সহ-ঋণগ্রহীতা), সোহেল রানা শেক (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **২) লোন এ/সি নং** ০০১২৬৭৫১০০০৯৫৫০৩ ০০১২৬৭৫১০০০৯৮৩৪২ ০০১২৬৭৫১০০০৯৮৩৫১ ০০৮৬৬৭৫১০০০১৫১৪৫	১) ২৯.০৫.২০২৪ ২) ২৯.০৮.২০২৪ ৩) ৩,০১,২৮,১৮৮.১২ **টাকা** (তিন কোটি এক লাখ আঠাশ হাজার একশ অষ্টআশি টাকা এবং বারো পয়সা) ১০.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৫৭ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত তিনতলা পাকা ভবন পরিমাণ আনুমানিক ৮৭০০ বর্গফুট (একতলা ২৯০০ বর্গফুট এবং দোতলা ২৯০০ বর্গফুট এবং তিনতলা ২৯০০ বর্গফুট), অবস্থিত মৌজা : দেলবেড়িয়া, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৮, তৌজি নং ৩৯২, পরগনা : আজিমাবাদ, আরএস দাগ নং ৭২৪, ৭২৫, ৭২৩ এবং ৭২৩/১০৪৫, এলআর দাগনং ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১ এবং ৮৬২ , আরএস খতিয়ান নং ৪৪৪ এবং ৪৯২, এলআর খতিয়ান নং ৯৫১ বেং ৯৫২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ১০৫০, দক্ষিণে : বিক্রেতার সম্পত্তি, পূর্বে : জমি আরএস দাগ নং ৭৪৭ এবং ১০০৭, পশ্চিমে : ৩১ ফুট চওড়া গ্রামীণ সড়ক -নালা সহ।
২	**১) শ্রী অনিল কুমার শাউ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী মহেশ কুমার শা (সহ-ঋণগ্রহীতা)** **২) লোন এ/সি নং** ০০৮৬৬৭৫১০০০০৯৮৩৬ ০০৮৬৬৭৫১০০০১০৮০৩	১) ২৮.০৬.২০২৪ ২) ২৯.০৮.২০২৪ ৩) ৩০,২৪,৭৪২.৪৩ **টাকা** (তিরিশ লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) ১০.০৩.২০২৪ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি, মার্বেল মেঝে, সমুদয় দোতলা নবনির্মিত ভবনে, নির্মিত জমি প্রেমিসেস নং ৮৭, ব্যানার্জি পাড়া লেন, থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৩১, তিন বেড রুম,এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক বারান্দা এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস, পরিমাণ১০০ ফুট কমবেশি, একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমি স্থিত ভবন সমুদয় নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ২০০.০৪ বর্গ মিটার সমপরিমাণ ০২ কাঠা ১৩ ছটাক কমবেশি, প্রেমিসেস নং ৮৭, ব্যানার্জি পাড়া লেন, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৩১ , ওয়ার্ড নং ৯১, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৮৬ ব্যানার্জি পাড়া লেন, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৮৯ ব্যানার্জি পাড়া লেন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১৭, টেম্পল লেন,পশ্চিমে : ২১ ফুট চওড়া ব্যানার্জি পাড়া লেন, অ্যাপ্রোচ রোড ২১ ফুট।
৩	**১) শ্রী পিনাক ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** **২) লোন এ/সি নং** ০৭০২৬৭৫১০০০২০৯৩৪ ০৭০২৬৭৫১০০০২০৯৪৩	১) ১৩.০৬.২০২৪ ২) ২৯.০৮.২০২৪ ৩) ১৬,৭১,৪০৯.৬৭ **টাকা** (যোলো লাখ একাত্তর হাজার চারশ নয় টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) ০৯.০৩.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৫, ৩য়তলায়, সামনের অংশে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৩০ বর্গফুট কমবেশি ,দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা ড্রইং রুম, এক টয়লেট ,এক কিচেন এবং ব্যালকনি বহুতল ভবনে সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত আনুমানিক এরিয়া ০১ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, দাগ নং ৩৬৭৭, আরএস দাগ নং ৭৪৬, সিএস খ তিয়ান নং ৩১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৩০, বাগুইআটি থানা অধীন, প্রেমিসেস নং বিজি-৫০ কৃষ্ণপুর, হানাপাড়া,কলকাতা : ৭০০১০২ এবং হোল্ডিং নং এএস/২২১/বিএল-কে/১৩-১৪ (নিউ), এএস/১১০/২৪৯১/বিএল-কে/০৯-১০ (পুরানো) এবং ওয়ার্ড নং ৩২, স্থানীয় রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : ১০ চওড়া সাধারণ চলার পথ,দক্ষিণে : জমি সিএস নং ৩৬৬০, পূর্বে : জমি সিএস দাগ নং ৩৬৬৭ অংশ, পশ্চিমে : জমি সিএস দাগ নং ৩৬৭৫ অংশ এবং তদস্থিত সমুদয় নির্মাণ।

তারিখ : ০১.০৯.২০২৪ স্থান - কলকাতা — স্বা/ অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি দাবি নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এবং রুল ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) ধারার বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা (সম্পত্তির মালিক) এর নাম	দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ (সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ সমন্বিত)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (পরিমাণ টাকায়)
১	**ক) উস্তি শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : ১. মেসার্স আর কনস্ট্রাকশন স্বত্বা : শ্রী এস কে রফিক** গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩ ৩৭৫ **২. শ্রী এস কে রফিক (ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং স্বত্বাধিকারী),** পিতা শ্রী আমিন শেখ, গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩ ৩৭৫ **শ্রীমতি এস কে সাহানা (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী এস কে রফিক গ্রাম এবং পো : নজরা, থানা : উস্তি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩ ৩৭৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৬৫ ১/২ , শতক জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন পাকা শেড সহ পরিমাণ ১৩৮০ বর্গফুট এবং অ্যাসবেস্টস শেড পরিমাণ ৭৬৫ বর্গফুট, দাগ নং ৩০৫০, খতিয়ান নং ৬০৪, মৌজা : নজরা, জেএল নং ৯৭, তৌজি নং ১৫৫ , পরগনা : মুড়াগাছা, গ্রাম : নজরা, উস্তি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উস্তি, ডিআরও-আলিপুর, এসআরও : উস্তি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রফিক শেখ** পিতা আমিন শেখ এর নামে, রেজিস্ট্রিকৃত ২৮.০১.২০০০ তারিখে, এস আর উস্তি, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৯১ থেকে ৯৪, দলিল নং ২০৩- ২০০০ সালের। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মীর সালেমের সম্পত্তি, দক্ষিণে : শেখ রফিকের সম্পত্তি (পুকুর), পূর্বে : আবদুল ফাহের এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : মোরসালিমের সম্পত্তি।	**ক) ১৫.০২.২০২৩** **খ) ২৮.০৮.২০২৪** **গ) ১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা** (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) **১৩.০৬.২০২২ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ
২	**ক) বোড়াল শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা :** **১. মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস স্বত্বা : শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা** গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০১০৩। **২. নাসির উদ্দিন মোল্লা (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা, এ/সি-মেসার্স সমীর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস),** পিতা শ্রী মোমিনুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০১০৩। **৩. নাসির উদ্দিন মোল্লা (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা, এ/সি-এইচবিএল -শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং সাহিদা বিবি এর নামে)** পিতা শ্রী মোমিনুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭০০১০৩। **৪. সাহিদা বিবি (সহ ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা, এ/সি-এইচবিএল, শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং সাহিদা বিবি এর নামে)** স্বামী শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা, গ্রাম : ডাঙ্গা কাজিপাড়া, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১০৩।	**ক) বন্ধকদত্ত সম্পদ : মেসার্স সমীর ইঞ্জিনারিং ওয়ার্কস,** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ১ কাঠা ৩০ বর্গফুট , অবস্থিত মৌজা : ডাঙ্গা, পরগনা : মাদানমুল্লা, খতিয়ান নং আরএস ৩৬৯ এবং এলআর খতিয়ান নং ৩০৭৫ এবং ৩০৭৬, আরএস দাগ নং ১১১ এবং এলআর দাগ নং ১২৫, জেএল নং ৬৪, তৌজি নং ১০৯, থানা : সোনারপুর, দান দলিল নং ৫৫১৭/২০১৪, **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং নাজির উদ্দিন মোল্লা,** পিতা মোমিনুদ্দিন মোল্লা। চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৯১,দক্ষিণে : ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ১১১, পশ্চিমে : দাগ নং ১১১। **খ) বন্ধকদত্ত সম্পদ : শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং সাহিদা বিবি** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ কমবেশি ১কাঠা ১১ ছটাক অবস্থিত গ্রাম : ডাঙ্গা কাজি পাড়া, মৌজা : ডাঙ্গা, জেএল নং ৬৪, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ১১১, এলআর দাগ নং ১২৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৩০৪৪ এবং ৩০৪৫, বনহুগলি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে, পো : বনহুগলি, থানা : সোনারপুর, বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তির দলিল নং ১-৩৯৩০/২০২১, **স্বত্বাধিকারীর নাম শ্রী নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং সাহিদা বিবি। চৌহদ্দি :** উত্তরে : জমি আরএস দাগ নং ৯১, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পূর্বে : অংশ জমি আরএস দাগ নং ১১১ (প্লট নং ডি/১), পশ্চিমে : অংশ জমি আরএস দাগ নং ১১১ (প্লট নং এফ এবং সি/২)।	**ক) ২৮.০৫.২০২৪** **খ) ২৯.০৮.২০২৪** **গ) ৪০,৫০,৩৮২.০০ টাকা** (চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তিনশ বিরাশি টাকা) **২৮.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ
৩	**ক) কাকদ্বীপ শাখা** **খ) ঋণগ্রহীতা : শ্রী শোভন পান্ডা (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা মনোরঞ্জন পান্ডা, গ্রাম এবং পো : রুদ্রনগর, থানা : সাগর, রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৩। **শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা),** স্বামী শ্রী শোভন পান্ডা, গ্রাম এবং পো : রুদ্রনগর, থানা : সাগর, রুদ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন, দান দলিল নং ১৩৭৪ তারিখ ২২.০৭.২০০৯ এবং দান দলিল নং ১৩৮৩ তারিখ ১২.০৭.২০০১, মৌজা : রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, আরএস দাগ নং ২৬৪৩, এলআর প্লট নং ৪১৮৫, তৌজি নং ৩০২৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১২০৯, ৪৯৯, ৮৮৪, বর্তমানে ৩৩২২। এডিএসআর -সাগর,জমির এরিয়া : ১০ ডেসিমেল, **স্বত্বাধিকারী শোভন পান্ডা,** পিতা মনোরঞ্জন পান্ডা, থানা : সাগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৬। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অংশ প্লট নং৪১৮৫, দক্ষিণে : চিত্তরঞ্জন পান্ডার সম্পত্তি, পূর্বে : পিডব্লুডি রোড, পশ্চিমে : প্লট নং ২৬৪৩।	**ক) ২৪.০৮.২০১৬** **খ) ২৮.০৮.২০২৪** **গ) ৩৪,৮৯,৮৪১.০০ টাকা** (চৌত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা) এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ

তারিখ- ০১.০৯.২০২৪
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ট্রাফিক আইন ভাঙার ব্যবস্থা নিতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: ট্রাফিক আইন ভাঙায় পুলিশ ব্যবস্থা নিতে গিয়ে জনতার হাতে আক্রান্ত পুলিশ। মারের ভিডিও ভাইরাল। ভিডিও দেখে গ্রেপ্তার ৪ জন। প্রকাশ্যে দিনের আলোয় কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে হাত আম জনতার। আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই পুলিশ প্রশাসনের উপর ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে রাজ্যের মানুষের। আর এবার তারই প্রতিফলন দেখা গেল মধ্যমগ্রামে। মধ্যমগ্রাম চৌমাথা অর্থাৎ সোদপুর রোড ও যশোর রোডের মিলন স্থলে টানা কয়েকদিন ধরে চলছে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ অবস্থান। জানা যায়, অবস্থান স্থল থেকেই মাত্র কয়েক ফুট দূরে ট্রাফিক আইন ভাঙায় এক বাইক আরোহীকে আটকানোর পরই হয় ঘটনার সূত্রপাত। কর্তব্যরত ট্রাফিক আধিকারিকদের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন ওই বাইক আরোহী। ওই বাইক আরোহী গালিগালাজও করে, কারণ অযথা কেন রাস্তা আটকানো হয়েছে। তারপরেই কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ সেই বাইক আরোহীকে আটক করে ট্রাফিক কিওস্কের কাছে নিয়ে যায়। পুলিশের উপর আচমকাই উত্তেজিত হয়ে পরে মানুষজন। তখনই ট্রাফিক গার্ডের দুই এএসআইকে রীতিমতো মারধর করতে দেখা যায় কয়েকজন স্থানীয় কয়েকজনকে। সে যা অন্যায় করেছে তার জন্য পুলিশের কাছে ক্ষমাও চায়। উত্তেজনার মুহূর্তে বেশ কয়েকজন সেই ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন, তাদের চিহ্নিত করেও ধরা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতরা হল বছর ৪৮ এর বিজয় দত্ত, বাড়ি বঙ্কিমপল্লি এলাকায়। বছর ৫২ শংকর দাস, যার বাড়ি বিবেকানন্দ নগর এলাকায়। দেবাশিস প্রধান এক নম্বর দেবীগড় এলাকার বাসিন্দা। বছর ৩২ এর মহম্মদ আজিজ বীরপুর এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনা সামনে আসতেই রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে তবে কি পুলিশের উপর ক্ষোভের কারণেই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে আম নাগরিকরা!

রোগীদের প্রেসক্রিপশনে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্ট্যাম্প বা স্টিকার মেরে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সামিল হওয়ার পাশাপাশি বিচার চাওয়ার দাবিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জিইয়ে রাখতে অভিনব পদ্ধতি চালু করেছে রায়গঞ্জ শহরের কিছু সিনিয়র ডাক্তার। রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি প্রেসক্রিপশনে তারা আরজি কর কাণ্ডে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ কথাটি কোথাও স্ট্যাম্প মেরে, কোথাও স্টিকার সাটিয়ে দিচ্ছেন। হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের রায়গঞ্জ শাখা এই অভিনব উদ্যোগ চালু করার পাশাপাশি সর্বস্তরের ডাক্তারদের কাছে এই উদ্যোগে সামিল হওয়ার আবেদন রেখেছেন। ডাক্তারদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী থেকে শহরের সাধারণ মানুষ। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রায়গঞ্জ শহরে ঘটনার দিন থেকে একাধিক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে সারা রাজ্যের পাশাপাশি। ১৪ অগস্টে রাত দখলের পাশাপাশি ২৩ অগস্ট দ্বিতীয়বার মহিলারা রাত দখল কর্মসূচি পালন করে। এর পাশাপাশি শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও সংগঠন প্রায় প্রতিদিনই মিছিল, পথসভা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। প্রতিটি কর্মসূচিতেই রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তার ও শহরের সিনিয়র সরকারি ও বেসরকারি ডাক্তাররা বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয়। এদিন থেকে রায়গঞ্জ শহরের বেশ কয়েকজন সিনিয়র ডাক্তার এই আন্দোলনের ব্যাপারে অভিনব উদ্যোগ চালু করে। হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের পক্ষ থেকে শহরের বেশ কিছু সিনিয়র ডাক্তার তাদের চেম্বারে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের প্রেসক্রিপশনে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ করে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্টিকার ও স্ট্যাম্প লাগাতে শুরু করেছেন। এদিন শহরের উকিলপাড়ার এক পলিক্লিনিকে গিয়ে দেখা গিয়েছে, সেখানে প্র্যাকটিস করা বেশিরভাগ ডাক্তারই তাদের প্রেসক্রিপশনে এই স্ট্যাম্প ব্যবহার শুরু করেছেন।

হেলথ সার্ভিস ডক্টরসের রায়গঞ্জ শাখার সম্পাদক দেবব্রত রায় জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমরা সমস্ত আন্দোলনে সামিল হয়েছি। আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও আলাদা করে মিছিল করা হয়েছে। পাশাপাশি মেডিক্যাল কলেজে রোগী পরিষেবার দিকটিও আমাদের নজরে রাখতে হচ্ছে। আমরা সিনিয়র ডাক্তাররা হাসপাতালে রেগুলার অতিরিক্ত সময় ডিউটি করছি। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিবাদটা আমরা জিইয়ে রাখতে চাইছি। সেই কারণে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। এর পাশাপাশি অন্যান্য ডাক্তারদের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, তারাও যাতে এই উদ্যোগে সামিল হয়। তারা চাইলে এই স্টিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা তাদের চেম্বারে পাঠিয়ে দেব।

পুরশুড়ায় আলুতে এলা মাটি ও ইটের গুঁড়ো মেশানোর দাপট অব্যাহত, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লক জুড়ে আলুতে এলা মাটি ও ইটের গুঁড়ো মেশানোর দাপট অব্যাহত। উদাসীন প্রশাসন থেকে শুরু করে শাসক দলের জনপ্রতিনিধিরা। প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে আলুতে এই সব বিষাক্ত দ্রব্য মেশানোর কাজ। এই বিষয়ে ব্লক প্রশাসনের কৃষি আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে অফ ক্যামেরায় তিনি পরিষ্কার বলেন, এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। যেন যত দায় সাধারণ মানুষের। তারা প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা জানাবেন। এক প্রকার সকলেই মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। উল্লেখ্য ফুড সেফটি রেগুলেশান অ্যাক্ট ২০১১ অনুযায়ী কোনও ফ্রেস ফুড বা সবজিতে এ ধরনের রং ব্যবহার করা যাবে না। ক্রেতাদের আকর্ষিত করতে আলুতে মেশানো হচ্ছে এলা মাটি। রং মেশানো আলু হয়ে উঠছে বিষ। বিষয়টি নিয়ে হেলদোল নেই খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরেরও। রাজ্যে সবথেকে বেশি আলু উৎপাদন হয় হুগলি জেলায়। এখানে বছরে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিকটন আলু উৎপাদিত হয় এই জেলায়। হিমঘর এবং আলুর আড়তের সংখ্যাও হুগলিতে অনেকটাই বেশি। জেলার মধ্যে সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, পোলবা-সহ বিভিন্ন ব্লকে রয়েছে আলুর আড়ত। যেখানে আলুর ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ হয়। তার পর বস্তাবন্দি হয়ে তা আসে কলকাতা-সহ বিভিন্ন খুচরো বাজারে। আলুতে এলা মাটি ও ইটের গুঁড়ো মেশানোর পর তা বাজারজাত করা হচ্ছে। বর্তমানে বস্তা বস্তা ইটের গুঁড়ো আনা হচ্ছে এবং আলুর আড়তে তা সংরক্ষণ করে রাখা হচ্ছে। এই বিষয়ে ডাঃ সুশান্ত কর্মকার বলেন, এলা মাটিতে বেশ কিছু ক্ষতিকারক রাসয়নিক থাকে। যা কিডনি, লিভার, খাদ্যনালীতে গুরুতর প্রভাব ফেলে।

সিউড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে অনুগামীদের নিয়ে শনিবার কেক কেটে নিজের ৭২ তম জন্মদিন পালন করলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী।

চিকিৎসক পুরপিতার অভিনব প্রতিবাদ, চিকিৎসকদের কাজে ফেরার অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: আরজি করের চিকিৎসক পড়ুয়া ছাত্রী ধর্ষণ ও পাশবিক খুনের ঘটনায় একজন চিকিৎসক হিসেবে অভিনব প্রতিবাদ করলেন চিকিৎসক পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। এক ধ্বনি এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর, এবার এই প্রতিবাদের ভাষা দেখা গেল চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে। প্রেসক্রিপশনে এই বক্তব্য লিখে অভিনব প্রতিবাদ করলেন দন্ত চিকিৎসক তথা বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, আরজি করে বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। প্রথম দিন থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। ফাঁসির দাবি তুলেছেন, আইন পরিবর্তনের কথা বলেছেন, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী রাস্তায় হেঁটে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে ঘটনার তদন্ত ভার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই হাতে গেছে। তারা ঘটনার তদন্ত করছেন। এখন রাজ্যের হাতে কিছুই নেই। অথচ এখন চিকিৎসক খুনের দোষীদের শাস্তির বদলে বড় হয়ে উঠছে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি। চলছে চেয়ার নিয়ে টানাটানি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে দোষীদের শাস্তির দাবিকে রাজনৈতিক রং দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পরিণত হয়েছে। ফলে মুল দাবি হারিয়ে যাচ্ছে। এটা চিকিৎসক হিসেবে আমার কাছে দুঃখজনক। যাকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে তিনি একজন চিকিৎসক, যারা সন্দেহের তালিকায় আছেন তারাও চিকিৎসক। সেখানে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকদের প্রতিবাদের নামে কর্মবিরতি ঠিক নয়। তার অভিমত, এই পাশবিক ঘটনার শাস্তির দাবিতে সার্বিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ চলুক পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবাও চালু থাকুক। তিনি জুনিয়র ডাক্তার সহ সব চিকিৎসকদের কর্মবিরতি শেষ করে কাজে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সিবিআই চাইছে না দোষীরা ধরা পড়ুক, মন্তব্য শ্যামপুর বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: সিবিআই নিজেই চাইছে না দোষীরা ধরা পড়ুক -এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। শনিবার হাওড়া শ্যামপুরের দেওয়ানতলায় আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক পথসভায় এই মন্তব্য করেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল। এদিন তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমরাও চাইছি আরজি কর কাণ্ডের মূল দোষী শাস্তি পাক। এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত নিয়ে রাজ্য সরকার প্রথম থেকে সহমত ছিল। রাজ্য সরকার এই ঘটনায় এক দোষীকে গ্রেপ্তার করলেও পরবর্তী সময়ে তাকে সিবিআই নিজে হেফাজতে নিয়ে পরবর্তী সময়ে তদন্ত করছে। কিন্তু তদন্তের গতি প্রকৃতি যে দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সিবিআই নিজেই চাইছে না দোষীরা ধরা পড়ুক। উল্টে মূল ঘটনা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আরজি করের দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। মহাভারতের জয়দ্রথ বধের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি মন্তব্য করেন, কৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সিবিআই প্রয়োজনে রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলার ফন্দি এঁটে বসেছে। অপরাধীর শাস্তির বিষয়টি ও লঘু করে দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সিউড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূল মহিলা কর্মীদের।

সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের করিধ্যা হাটতলায় আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবির প্রতিবাদে সামিল হলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী সহ ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব।

প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরণ অফিস চত্বরে। শনিবার প্রায় ৬০ জন রক্তদান করেন।

বামেদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শিক্ষা দুর্নীতির পর স্বাস্থ্য দুর্নীতির ধামাচাপা দিতে চাইছে রাজ্য সরকার। প্রমাণ লোপাটের পর তদন্ত ভার সিবিআই পেয়েছে। এখন সিবিআই ও রাজ্য সরকার তদন্ত নিয়ে গড়িমসি করছে। ডাক্তার পড়ুয়া ছাত্রী দুর্নীতি জেনে গিয়েছিল বলে তাকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। শনিবার বারাসাত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারে কাছে স্মারকলিপি দিতে এসে এমনই মন্তব্য করেন সিটু নেতা আহমেদ আলি খান। তিনি বিনীত গোয়েল ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে সরকার ভেঙে দেওয়ার আর্জি জানান। এদিন বামের শাখা সংগঠনগুলি একযোগে পুলিশ সুপারের অফিস অভিযানে নামেন। কয়েক হাজার বাম সমর্থক, নেতার পুলিশ সুপারের অফিসের দিকে মিছিল করে গেলে তাদের রাস্তাতেই আটকে দেয় পুলিশ। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক জুড়ে ব্যারিকেড ও পুলিশ দিয়ে মিছিলকে আটকে দেওয়া হয়। এদিন সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের স্লোগান বদলে গেছে এখন আমাদের দাবি উই ডিম্যান্ড জাস্টিস, উই স্ট্রাগেল ফর জাস্টিস, উই ফাইট ফর জাস্টিস। আমরা জাস্টিস আদায় করে ছাড়ব। এদিন তিনি বলেন, আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন।

পশ্চিমবাংলার খাদ্য আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদ দিবস পালন করলেন বামপন্থীরা। শনিবার সকালে সিউড়ি রেড ক্রস সোসাইটির অফিস সংলগ্ন শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানান পলিট ব্যুরো সদস্য ডক্টর রামচন্দ্র ডোম সহ জেলা সিপিআইএম নেতৃত্ব।

সিউড়িতে শুরু হল ১৫ তম শারদীয়া তাঁত বস্ত্র মেলা। শনিবার তাঁত বস্ত্র মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, বস্ত্র শিল্প অধিকার দপ্তরের অধিকর্তা রাজীব কুমার ঘোষ প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাকারক পরিষেবা দপ্তরের উদ্যোগে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক বীরভূম জেলার পরিচালনায় সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হল শনিবার। এই উপলক্ষ্যে সিধু কানু পাঠাগার হতে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর পর্যন্ত কর্মী ও পাঠকদের নিয়ে বের হয় পদযাত্রা। এই পদযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক উন্নয়ন বিশ্বজিৎ মোদক। সাধারণ গ্রন্থাগার দিবসে সিউড়ি সংশোধনাগারের জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টে মোস্তাক আহমেদের হাতে এদিন কিছু বই তুলে দেন জেলাশাসক বিধান রায়।

চোরাই ১০টি বাইক সহ গ্রেপ্তার ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: বড়সড় সাফল্য পুলিশের। ১০ টি চোরাই বাইক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২ চোর-সহ তিন জন। এই বাইক পাচার চক্রের হদিস পেল আমডাঙার পুলিশ। শনিবার আমডাঙ্গা থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশের পক্ষে জানানো হয় চুরি যাওয়া দশটা বাইক ও দুটি বাইকের পার্টস উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ২৫ জুলাই আমডাঙার কামদেবপুর থেকে একটি বাইক চুরি হয়। সেই অভিযোগ পাওয়ার এক মাসের মধ্যে ২২ অগস্ট আমডাঙা থানার জিরাট সাব স্টেশনের কাছে আরও একটি বাইক চুরি হয়। পুলিশ তদন্ত করতে নেমে আমডাঙা থানার পদ্মনাভপুর থেকে দু'জন চোরের হদিস পায়। শারুক আব্দুল্লাহ ও সাদিকুল ইসলাম নামে দু'জন চোরকে গ্রেপ্তার করে। তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে ওই গ্রামেরই সাদিকুল মণ্ডলের কাছে সমস্ত চুরি করা বাইক তারা বিক্রি করেছে। একটা জলা জমির মধ্যে সাদিকুল মণ্ডল বাইকগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। সেখান থেকে মোট দশটা বাইক উদ্ধার করে।

কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সম্পাদকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এক ঝাঁক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে যোগ দিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদে। মালদার বাসিন্দা তথা কংগ্রেস পরিচালিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ার্ঘ সাহা শনিবার সদলবলে কলকাতায় গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগদান করেন। এদিন কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলনীভবনে ওই ছাত্রনেতার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ত্রিনাথ দাস, সহ সভাপতি অভিরূপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কালিয়াচক ১ ব্লকের সিলামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ জন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস এবং সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। আর তারপরেই ছাত্র পরিষদের মালদার সহ-সভাপতি তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস ছেড়ে এদিন তৃণমূলে যোগদান করলেন। আর এতেই তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক বৃদ্ধি অনেকটাই মজবুত হবে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মকর্তাদের।

হরিয়ানার বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিল কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: রাজনৈতিক দলগুলির আর্জি মেনে হরিয়ানার বিধানসভা ভোট পিছিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানার ভোটগণনার দিনও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়, হরিয়ানার ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হবে ৫ অক্টোবর। কমিশনের তরফে আগে জানানো হয়েছিল, ১ অক্টোবর বিধানসভা ভোট হবে হরিয়ানায়। আগের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, ৪ অক্টোবর একই দিনে দুই রাজ্যের ভোটগণনা হবে। তবে নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল, ৮ অক্টোবর হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে ভোটগণনা হবে।

কমিশনের তরফে শনিবার জানানো হয়েছে, হরিয়ানার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সারা ভারত বিষ্ণোই সমাজের আর্জি মেনে তারা ভোটের নির্ঘণ্ট বদলানোর সময় নিয়েছে। হরিয়ানার ক্ষমতাসীন দল বিজেপি-সহ সে রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোট পিছোনোর আর্জি জানিয়েছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি মোহনলাল বদোলী নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়ে ভোট পিছোনোর দাবি তুলেছিলেন। কেন তাঁরা ভোট পিছোনোর দাবি জানাচ্ছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়ে মোহনলাল বলেছিলেন, '২৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর শনি-রবিবারের সপ্তাহান্তের ছুটি। ১ অক্টোবরের ভোটের দিনটিও ছুটির দিন। আবার ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী 'জাতীয় ছুটি' হিসাবে চিহ্নিত। পরে দিন, অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর অগ্রসেন জয়ন্তী। যা হরিয়ানায় 'রাজ্য ছুটি'র দিন। বিজেপির দাবি, ১ অক্টোবর ভোটগ্রহণ হলে ভোটারদের বড় অংশই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন না। কারণ, শুধু ৩০ সেপ্টেম্বর অফিস থেকে ছুটি নিলেই তাঁরা টানা ছ'দিন অবসর যাপনের সুযোগ পেয়ে যাবেন। বুথে না গিয়ে অনেকেই সপরিবার ভ্রমণে চলে যাবেন।' তা ছাড়া, ২ অক্টোবর 'অসোজ অমাবস্যা' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিশনোই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ হরিয়ানা ছেড়ে রাজস্থানে পাড়ি দেবেন বলেও দাবি করেন তিনি।

বিজেপির পাশাপাশি 'জাঠ কৃষকদের দল' হিসেবে পরিচিত আইএনএলডি-ও ভোট পিছোনোর দাবি জানায়। 'ইন্ডিয়া'র দুই দল কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি (আপ) অবশ্য ভোট পিছোনোর বিরোধিতা করে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র সিং হুডার পুত্র তথা রোহতকের কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দ্র বলেন, 'হারার ভয়েই ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলছে বিজেপি।' কমিশন সূত্রে খবর, রাজনৈতিক দলগুলির আর্জি খতিয়ে দেখার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভোটদানের হার বৃদ্ধির স্বার্থের ভোটগ্রহণের দিন পিছোনো হবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে ভোট পিছোনোর কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, 'আগের ভোট-নির্ঘণ্ট বহাল রাখলে একটি বড় অংশের মানুষের ভোটদানের অধিকারকে অস্বীকার করা হত। সে ক্ষেত্রে ভোটদাতার সংখ্যাও কমতে পারত।'

গত ১৬ অগস্ট সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার জানিয়েছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট হবে তিন দফায়। হরিয়ানায় এক দফায়। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর ভোটগ্রহণ হবে। হরিয়ানায় ভোটগ্রহণের দিন বদলালেও জম্মু ও কাশ্মীরে ১ অক্টোবর তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ হবে।

শুক্রবার ভারতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন মহারাষ্ট্রের পালঘরে দেশের বৃহত্তম বন্দর বাধবন বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণণ, উপ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অজিত পাওয়ার ও একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

গোমাংস খাওয়ার সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ৩১ অগস্ট: উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে মহম্মদ আখলখকে পিটিয়ে মারা হয়েছিল গো মাংস খাওয়ার সন্দেহে। গোরু পাচার করছে এই অভিযোগে গত বছর হরিয়ানায় একটি গাড়ির মধ্যে দুই মুসলিম যুবককে পুড়িয়ে মারা হয়। এবার গো মাংস খাওয়ার সন্দেহে বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারা হল হরিয়ানায়। মৃতের নাম সাবির মল্লিক। গত ২৭ অগস্ট ঘটনাটি ঘটে হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলায় ভাদ্ধারা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহতের বাড়ি বসন্তীতে। ওই ঘটনায় পুলিশ ২ নাবালক-সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সূত্রে খবর মিলছে, সাবির মল্লিকের বাড়ি বাসন্তীতে। হরিয়ানায় প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করত সাবির। পুলিশের তদন্তে নেমে জানতে পারে, অভিযুক্তরা সাবিরকে প্লাস্টিকের বোতল বিক্রি করবে বলে ডেকে আনে। তার পরেই তাকে বাঁশ, কাঠ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ওসব দেখেই স্থানীয়রা চলে আসেন। তখন সাবিরকে অভিযুক্তরা অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যায়। সেখানেই তার আর এক দফা মারধর করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাবিরের। অভিযুক্ত অভিষেক, মোহিত, রণবীর, কমলজিত ও সাহিলের দাবি, সবির গো মাংস খেয়েছে।

নিহত সাবিরের বাবার দাবি, পুলিশে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও হরিয়ানা পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বিষয়টি তিনি বাসন্তী পুলিশকে জানিয়েছেন। ঘটনার তদন্তে সম্ভবত বাসন্তী পুলিশের একটি দল হরিয়ানা যেতে পারে। সাবিরের বন্ধু সুজাউদ্দিন জানান, 'আমাদের এলাকায় গো মাংস নিষিদ্ধ ছিল। তাই আমরা গো মাংস খেতাম না। মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে।'

বাংলার শ্রমিককে পিটিয়ে মারা নিয়ে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'হরিয়ানায় এক বাসিন্দাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে আমাদের রাজ্যের। গো-মাংস ভক্ষণের অভিযোগে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। দেশে একাধিক খাদ্যাভাস আছে। যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। কে কী খাবেন। এই রাজ্যে গণতন্ত্র আছে বলেই তো সবাই নানা আন্দোলন করতে পারছেন। এবার বাকিদের দিকে দেখুন। হরিয়ানায় এই মারা যাওয়া নিয়ে জাস্টিস চাওয়া হবে না?'

গত ১০ বছর হরিয়ানায় একের পর এক তাণ্ডব চালিয়েছেন গো রক্ষকরা। গত বছরও রাজস্থানের ২ মুসলিম যুবককে অপহরণ করে গো রক্ষকরা। তারপর একটি গাড়ির মধ্যে নাসির ও জুনেইদ নামে ওই দুই যুবকের দগ্ধ দেহ পাওয়া যায়। হরিয়ানার ভিওয়ানি জেলায় লোহরুতে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। ২০১৬ সালের মে মাসে ঝাড়খণ্ডে ২ মুসলিম মোষ ব্যবসায়ীকে গাছে ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে মারা হয়। ওই দুজনের মধ্যে ১৫ বছরের এক কিশোরও ছিল।

নিজের মেয়েকে খুনে দোষী সাব্যস্ত মা, ২৫ অক্টোবর সাজা ঘোষণা

লন্ডন, ৩১ অগস্ট: নিজের ১০ বছরের মেয়েকে খুনে দোষী সাব্যস্ত হলেন ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মহিলা। ৩৩ বছরের ওই মহিলার নাম জসকিরত কৌর। ২৫ অক্টোবর তাঁর সাজা ঘোষণা।

ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের বাসিন্দা জসকিরত। গত মার্চে রোলি রেগিসে তাঁদের বাড়িতে আহত অবস্থায় পাওয়া যায় ওই মহিলার ১০ বছরের মেয়ে শে ক্যাংকে। পরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বুকে ছুরির কোপ মারার ফলেই মৃত্যু হয়েছে ওই বালিকার।

জেলবন্দি জসকিরত ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এক সংক্ষিপ্ত শুনানিতে নিজের দোষ স্বীকার করেছেন। বিচারক মাইকেল চেম্বারস আগামী ২৫ অক্টোবর তাঁর সাজা ঘোষণা করবেন। সেদিন জসকিরত সশরীরে আদালতে উপস্থিত হবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন বিচারক জানান, সাজা ঘোষণার আগে আরও রিপোর্টের প্রয়োজন হবে, তাই সেই রিপোর্টগুলি তৈরিতে সহযোগিতা করা হবে আপনার স্বার্থে।

প্রসঙ্গত, ব্রিকহাউস প্রাইমারি স্কুল তাদের পড়ুয়ার মৃত্যুর খবরে এক বিবৃতি জারি করে বলে এমন মর্মান্তিক খবরে কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে শোকাহত। জানানো হয়, 'মেয়েটি ছিল উজ্জ্বল, হাসিখুশি। এমন পরিণতি কোনওভাবেই তার প্রাপ্য ছিল না। বরং সে যেন জীবনটা আরও সুন্দর করে কাটাতে পারে সেটাই নিশ্চিত করার কথা ছিল।' পরে সেই স্কুলের অভিভাবকরা নিজেদের খরচে ছোট্ট মেয়েটির অন্ত্যেষ্টির আয়োজন করেন। এদিকে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ জানিয়েছে, এই মামলায় আর কাউকে তারা সন্দেহভাজন মনে করছে না।

পালঘরে পরিবারের ৩ সদস্যের নরকঙ্কাল উদ্ধার

পালঘর, ৩১ অগস্ট: বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার একই পরিবারের তিন সদস্যের কঙ্কাল। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের পালঘরে। শনিবার ওয়াদা থানার সিনিয়র ইনস্পেক্টর দত্ত কিন্দরে জানিয়েছেন, তিনটি কঙ্কালের মধ্যে দু'টি বৃদ্ধ দম্পতির ও একটি তাঁদের কন্যার বলে প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে। ওয়াদা থানা এলাকার নেহরোলি গ্রামে থেকে শুক্রবার ওই তিনটি কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরেই পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রতিবেশীরা। শুক্রবার সেই পচা গন্ধের তীব্রতা আরও বেড়ে ওঠে। সেই গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়েই এলাকাবাসীদের নজরে আসে, ওই বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ পড়ে রয়েছে কয়েক দিন ধরে। তাতে সন্দেহ আরও বাড়ে প্রতিবেশীদের এবং তাঁরা পুলিশে খবর দেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে ওয়াদা থানার সিনিয়র ইনস্পেক্টর বলেছেন, 'ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকর্মীরা বাড়িতে যান। দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। বাড়িতে প্রবেশ করতেই চমকে উঠেছিলেন প্রত্যেকে। বসবার ঘরে দু'টি কঙ্কাল পড়েছিল। দু'টি-ই মহিলার কঙ্কাল বলে ধারণা পুলিশের। পরে বাড়ির স্নানঘর থেকে আরও একটি কঙ্কালের সন্ধান পান পুলিশকর্মীরা। সেটি একটি পুরুষের কঙ্কাল বলে প্রাথমিক অনুমান।'

পুলিশ জানিয়েছে, তিনটি দেহই সম্পূর্ণ পচে গিয়েছিল। কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বাড়িতে বিশেষ ভাবে সক্ষম কন্যাকে নিয়ে থাকতেন বৃদ্ধ দম্পতি। বৃদ্ধের বয়স ছিল ৭০, বৃদ্ধার ৬৫। তাঁদের কন্যার বয়স ছিল ৩৫। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া তিনটি কঙ্কাল বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁদের কন্যার। কী ভাবে তাঁদের মৃত্যু হল, কত দিন ধরে দেহগুলি বাড়িতে পড়ে ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। তবে ইতিমধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ওয়াদা থানা। কঙ্কালগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তিন জনের মৃত্যুর কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা কিছুটা কাটতে পারে পুলিশের তদন্তকারী দলের।

উত্তরপ্রদেশ: স্কুল থেকে ফেরার পথে দুই বোনকে নিগ্রহের চেষ্টা

লখনউ, ৩১ অগস্ট: আবারও উত্তরপ্রদেশ। গাজিয়াবাদে এক কিশোরীকে ঘরে ঢুকে ধর্ষণের ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবারও রাজ্যের আর এক প্রান্তে দুই কিশোরীকে নিগ্রহের অভিযোগ প্রকাশ্যে এল। এ বার ঘটনাস্থল কানপুর।

পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুল থেকে ফিরছিল দুই বোন। অভিযোগ, সেই সময় রাস্তাতেই তাদের পথ আটকে দাঁড়ান কয়েক জন যুবক। আচমকাই দুই বোনকে হিড় হিড় করে টেনে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সেই বিফলে যেতেই দুই কিশোরীকে মারধর করেন। শুধু তাই-ই নয়, তাদের নিগ্রহেরও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ওই যুবকদের হাত থেকে নিজেদের কোনও রকমে মুক্ত করে পালিয়ে বাড়িতে আসে দুই কিশোরী। গোটা ঘটনাটি অভিভাবকদের জানায় তারা। তার পরই দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁদের বাবা-মা এবং আত্মীয়েরা। দুই কিশোরী পুলিশকে জানিয়েছে, বেশ কিছু দিন ধরেই তাদের উত্ত্যক্ত করছিলেন কয়েক জন যুবক। তাদের প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। দুই কিশোরী সরকারি স্কুলে পড়ে। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরছিল তারা। সেই সময়েই তাদের নিগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর কেউ জড়িত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গাজিয়াবাদে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর অভিযুক্তের বাড়িতে হামলা চালান ক্ষিপ্ত জনতা। তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

ফের কমলা হ্যারিসকে কুরুচিকর আক্রমণ ট্রাম্পের

পাল্টা উত্তর দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেত্রী

ওয়াশিংটন, ৩১ অগস্ট: কমলা হ্যারিসকে কুরুচিকর আক্রমণ করে বিতর্কের কেন্দ্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে নিয়ে মুখ খুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। তবে ট্রাম্পের নতুন মন্তব্য নিয়ে নয়, এর আগে তাঁকে নিয়ে করা ট্রাম্পের এক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প প্রশ্ন তোলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস আদৌ কৃষ্ণাঙ্গ নাকি বর্ণের রাজনীতি করছেন। সেই প্রসঙ্গে কমলার প্রতিক্রিয়া, সেই এক ফাটা রেকর্ড! এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে নেত্রীর সটান জবাব, অন্য প্রশ্ন করুন প্লিজ।

ঠিক কী বলেছিলেন ট্রাম্প? তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ও (কমলা হ্যারিস) ভারতীয় বলেই জানতাম। নিজেও বরাবর ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রচার করেছেন। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও আমি জানতাম না যে ও কৃষ্ণাঙ্গ। যখন ও কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে গেল, তখনই ওই বিষয়ে জানলাম। এখন ও কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে পরিচিত হতে চায়। তাই আমি ঠিক জানি না, ও ভারতীয় নাকি কৃষ্ণাঙ্গ? মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ডেমোক্র্যাটদের দাবি, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায় তুলে দলীয় প্রার্থী কমলাকে অপমান করেছেন ট্রাম্প।

সেই বিতর্ক প্রসঙ্গেই এবার কার্যত বিরক্ত দেখাল কমলাকে। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক জানতে চান, এই টুকুই? যা শুনে ডেমোক্র্যাট নেত্রীর সংক্ষিপ্ত জবাব, এই টুকুই। যদিও পরে তিনি ট্রাম্পকে আক্রমণ করেন। বলেন, আমি মনে করি গত এক দশকে আমরা প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মধ্যে এমন একজনকে পেয়েছিলাম যিনি সত্যিই এমন এক এজেন্ডা এবং পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যা আমেরিকান হিসাবে আমাদের চরিত্র ও শক্তিকে হ্রাস করে। সত্যিই আমাদের জাতিকে বিভক্ত করে। এবং আমি মনে করি লোকেরা এই পৃষ্ঠাটি উলটে দিতে প্রস্তুত।

এদিকে সম্প্রতি কমলার বিরুদ্ধে আরও কুরুচিকর মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে ট্রাম্পকে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক কেরিয়ারে উন্নতির জন্য যৌনতাকে কাজে লাগিয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। রাজনীতিতে উন্নতি করার জন্য কমলার হাতিয়ার ছিল মুখমেহন! এমনই মন্তব্য ঘিরে সমালোচনার ঝড় মার্কিন মুলুকে।

দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলে বিনামূল্যে আইভিএফের প্রতিশ্রুতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩১ অগস্ট: যেসব মার্কিন নাগরিকের ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন বা আইভিএফ চিকিৎসা দরকার, তাঁদের সবাইকে বিনামূল্যে এ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে এমন সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। তবে কীভাবে এর খরচ মেটানো হবে, তা বলেননি ট্রাম্প।

২০২২ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের অধিকারকে কেন্দ্রীয়ভাবে সুরক্ষা দেওয়ার রায় দেন। তখন থেকে প্রজননের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে বড় ধরনের বেকায়দার মধ্যে আছেন রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ট্রাম্প। ফেব্রুয়ারিতে আলাবামার একটি আদালতে এ-সংক্রান্ত রুলের পর তাঁর দুর্বলতা আরও বেড়েছে।

আদালতের রুলে বলা হয়, আইভিএফ পদ্ধতিতে সৃষ্ট হিমায়িত ভ্রূণগুলোকে মানবসন্তান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। আদালতের সিদ্ধান্তের পর কয়েকটি ক্লিনিকে আইভিএফ সেবা দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে ট্রাম্প বলেছেন, তিনি আইভিএফ সমর্থন করেন। তবে কীভাবে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করবেন কিংবা তহবিল কোথা থেকে আসবে, তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেননি ট্রাম্প। তবে এ সমাবেশের আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তখন ট্রাম্প বলেন, একটি উপায় হতে পারে যে একটি ম্যান্ডেটের আওতায় বিমা কোম্পানিগুলো তা শোধ করবে। মার্কিন নাগরিকদের সবারই যে বিমা পরিকল্পনায় ফার্টিলিটি চিকিৎসার সুযোগ থাকে, এমনটা নয়। এক দফায় আইভিএফ চিকিৎসা নিতে ২০ হাজার ডলারের বেশি খরচ হয়, যা অনেকের পক্ষে ব্যয়বহুল। ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে নতুন মা-বাবারা নবজাতক বাবদ খরচগুলোকে তাঁদের কর বিল থেকে কাটাতে পারবেন।

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 83, KOLKATA, SUNDAY
1 SEPTEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ডুরান্ডে বাগানের স্বপ্নভঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দ্বিতীয়ার্ধে আগাগোড়া ছন্নছাড়া ফুটবল। শেষমেশ হার টাইব্রেকারে। মোহনবাগানকে টানা তিন বার জেতাতে পারল না বিশাল-হাত। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের কাছে টাইব্রেকারে হেরে ডুরান্ড কাপ হাতছাড়া হল মোহনবাগানের। প্রথম বারের মতো ডুরান্ড জিতল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ থাকার পর টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতল পাহাড়ের দলটি। মোহনবাগানের লিস্টন কোলাসো এবং শুভাশিস বসুর শট বাঁচিয়ে নায়ক নর্থইস্ট ইউনাইটেডের গোলকিপার গুরমিত। গ্যালারিতে বসে গোটা ম্যাচ দেখলেন নর্থইস্টের কর্ণধার তথা অভিনেতা জন আব্রাহাম। প্রথমার্ধে চিন্তায় থাকলেও ম্যাচের শেষে তাঁর মুখে হাসি। দল প্রথম সর্বভারতীয় ট্রফির স্বাদ পেল যে!

দু'গোলে এগিয়েও টাইব্রেকারে মোহনবাগানের এই হার এটাই প্রমাণ করল, এখনও দলে বিস্তর ফাঁকফোকর রয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান যে ফুটবল খেলেছে তাঁকে ছন্নছাড়া বললেও কম বলা হয়। দলের ফুটবলারদের মধ্যে না ছিল কোনও বোঝাপড়া, না ছিল কোনও পরিকল্পনা। কে কাকে পাস দেবেন, কে কী ভাবে আক্রমণ করবেন তাই বুঝতে পারছিলেন না। ডাগআউটে থাকা কোচ হোসে

মোলিনাও কোনও উপায় বার করতে পারলেন না দলকে এই পরিস্থিতি থেকে বার করে আনার। ফলস্বরূপ মোহনবাগানকে হারতে হল টাইব্রেকারে।

মরসুম শুরুর আগেই চার-চার জন আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় সই করিয়েছিল মোহনবাগান। জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোসকে রেখে দেওয়ার পাশাপাশি নেওয়া হয়েছিল গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং জেমি ম্যাকলারেন। সেই ম্যাকলারেন এখনও মাঠে নামতে পারেননি। কিন্তু বাকি তিন জনের অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়। তার থেকেও বড় কথা, মোহনবাগানের মিডফিল্ড বলে কিছুই তৈরি হয়নি এখনও পর্যন্ত। ভারতীয় ফুটবলারদের উপরেই ভরসা রেখেছেন মোলিনা। কিন্তু এই মিডফিল্ড নিয়ে আইএসএল বা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কী হবে, তা নিয়ে এখন থেকেই আতঙ্কিত সমর্থকেরা।

তেমনই তথৈবচ অবস্থা রক্ষণের। প্রথমার্ধে চোট পেয়ে আলবের্তো রদ্রিগেস উঠে যাওয়ার পরেই নড়বড়ে লাগছিল মোহনবাগানকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে তারা যে এ ভাবে আত্মসমর্পণ করবে, তা কেউই ভাবতে পারেননি। দলের মধ্যে বার বার বোঝাপড়া এবং আত্মবিশ্বাস অভাব ধরা পড়েছে। রক্ষণ নিয়েও যথেষ্ট ভাবতে হবে দল পরিচালন সমিতিকে।

ফাইনালে দিমিত্রি পেত্রাতোসকে প্রথম একাদশে রাখেননি কোচ মোলিনা। সামনে রেখে ছিলেন কামিংস এবং মনবীর সিংহকে। কিছুটা পিছন থেকে খেলছিলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। যুবভারতীতে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক লাগছিল নর্থইস্টকেই। বল অনেক বেশি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে খেলার চেষ্টা করছিল তারা। বেশ কয়েক বার আক্রমণও তুলে আনে মোহনবাগানের বক্সে। কিন্তু গোল করতে সফল হয়নি।

তবে খেলা যত এগোতে থাকে তত মোহনবাগানের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। ১০ মিনিটেই প্রথম গোল পেয়ে যায় তারা। ডান দিক থেকে সাহালের উদ্দেশে বল ভাসিয়েছিলেন স্টুয়ার্ট। সাহাল সেই বল নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গোলের দিকে ঘুরেও গিয়েছিলেন। এমন সময় তাঁকে জার্সি ধরে টেনে ফেলে দেন আশির আখতার। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিতে দেরি করেননি। পেনাল্টি থেকে নর্থইস্ট গোলকিপার গুরমিতকে উল্টো দিকে ফেলে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন কামিংস।

গোল করে মোহনবাগানের আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়তে থাকে। নর্থইস্টের ফুটবলারেরা পাল্লা দিতে পারছিলেন না। ১৯ মিনিটের মাথায় সহজ সুযোগ নষ্ট করেন স্টুয়ার্ট। বাঁ দিক থেকে একাই বল নিয়ে বিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। সামনে একা গোলকিপারকে পেয়েও বারের উপর দিয়ে বল উড়িয়ে দেন। দু'মিনিট পরেই সমতা ফেরানোর সুযোগ এসেছিল নর্থইস্টের কাছে। আলাদ্দিন আজারাইয়ের ক্রস থেকে জিতিনের হেড বাঁচিয়ে দেন বিশাল।

এর পর দু'দলের খেলার মধ্যেই আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের খেলা চলতে থাকে। কিছুটা মন্থরও হয়ে পড়ে ম্যাচের গতি। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মোহনবাগানের আলবের্তো রদ্রিগেস। মাঠ ছাড়েন নর্থইস্টের মহম্মদ আলি বেমামেরও।

প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগান। সাহাল গোল করলেও কৃতিত্ব পুরোপুরি প্রাপ্য লিস্টন কোলাসোর। নর্থইস্টের একাধিক ডিফেন্ডারকে এড়িয়ে বাঁ প্রান্ত ধরে দৌড়ে নর্থইস্ট বক্সে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে মাপা পাস পৌঁছয় সাহালের কাছে। চলতি বলে হালকা শটে বল জালে জড়িয়ে দেন কেরলের ফুটবলার।

ডুরান্ড ফাইনালেও আরজি করের ঘটনার সোচ্চার ক্রীড়াপ্রেমীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুরান্ড কাপ ফাইনালেও দেখা গেল আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ। ম্যাচ শুরুর আগে মোহনবাগানের সমর্থকেরা নামালেন দু'টি ব্যানার। সেটাও হল রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সামনেই। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ম্যাচের আগে প্রতিবাদ দেখা গেল সমর্থকদের।

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে যে ব্যানার নিয়ে মোহনবাগানের সমর্থকেরা হাজির হয়েছিলেন, সেই একই ব্যানার দেখা গেল এ দিনও। ব্যানারে দেখা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের দুই মহিলা সমর্থক প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সঙ্গে লেখা ছিল, 'হাতে হাত রেখে এ লড়াই, আমাদের বোনের বিচার চাই'।

এর সঙ্গেই শনিবার আরও একটি ব্যানার দেখা যায়। মহিলাদের রাত দখলের কর্মসূচিতে যে পোস্টার তৈরি করা হয়েছিল, অনেকটা সেই ধাঁচেই ব্যানার তৈরি করা হয়। সঙ্গে লেখা, 'তোর কোনও ভয় নেই বোন, আমরা প্রতিবাদ করতে জানি'।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার

বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মাঠে কোনও টিফো, ব্যানার নিয়ে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বিধাননগর পুলিশ। পুলিশের সেই নির্দেশিকা বাতিল করতে চেয়ে সে দিনই কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। পুলিশের নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ময়ূখ বিশ্বাস। হাই কোর্টে বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, টিফো নিয়ে মাঠে ঢোকা যাবে। কিন্তু সেই টিফো ভারী কোনও বস্তু দিয়ে তৈরি করা যাবে না। মামলাকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

সেই মতোই ম্যাচের পর প্রতিবাদ করেন সমর্থকেরা। তবে শনিবার কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকায় ম্যাচের আগেই প্রতিবাদ জানানো হয়।

মেসির মাঠে ফিরতে আরও দেরি, বাড়ছে যে শঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সব ভালোরই শেষ আছে। সেই নিয়ম মেনে একদিন ফুটবলকে বিদায় বলে দেবেন লিওনেল মেসিও। কিন্তু মেসি এমন একজন, যাঁর বিদায়ের ভাবনাটাই ফুটবলপ্রেমীদের মনকে বিষাদে ভরিয়ে তুলতে যথেষ্ট। ভক্ত, সমর্থকেরা তো বটেই, প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরাও নাকি অনেক সময় খেলা থামিয়ে মুগ্ধ চোখে দেখেন মেসিকে। নাহ, মেসি এখনো বিদায় বলেননি। খুব দ্রুত বলবেন; এমন ইঙ্গিতও নেই।

কিন্তু মেসির বিদায়ের ভাবনাটা বারবার সামনে নিয়ে আসছে অপয়া চোট। যে চোটে প্রায় দেড় মাস ধরে মাঠের বাইরে আছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এর মধ্যে গত সপ্তাহে মাঠের অনুশীলনে ফিরে আশা জাগালেও, আশার সেই বেলুন চুপসে গেছে। চিকিৎসকদের সাড়া না পাওয়ায় শিকাগোর বিপক্ষে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে খেলা হবে না তাঁর, যা মেসি, ভক্তদের হতাশার মাত্রাকে আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছে।

গত মাসে কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন মেসি। সেদিন ডাগআউটে বসে কাঁদতেও দেখা যায় তাঁকে। এমন নয় যে আগে কখনো চোটে পড়েননি বা মাঠ ছেড়ে যাননি। কিন্তু এবার কান্না কেন? হয়তো ফাইনাল শেষ না করে মাঠ ছাড়ার হতাশার কারণে কেঁদেছিলেন মেসি। কিন্তু সেদিন মেসির কান্না ভিন্ন এক বার্তাও দিয়েছিল। কে জানে, সেদিন মাঠ ছাড়ার পর মেসি নিজেও হয়তো বিদায়ের আশঙ্কায় তাড়িত হয়েছিলেন। হওয়াটা অবশ্য অমূলক নয়। কাতারে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে চোট যে তাঁর পিছুই ছাড়ছে

না।

ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেট বলছে, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মেসি এখন পর্যন্ত চোটে পড়েছেন ছয়বার। তবে এবারের মতো লম্বা সময়ের জন্য তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়নি। লিগামেন্টের চোটে সব মিলিয়ে মেসি মাঠের বাইরে আছেন ৪৬ দিন। হাতে গোনা কয়েকবার এর চেয়ে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। বয়স ও ফিটনেস বিবেচনায় নিলে মেসির এই চোট আতঙ্ক জাগানোর মতোই। এমনও নয় যে চোট কাটিয়ে তিনি ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই মেসিকে মাঠে ফেরানোর আগে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় আছে তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি।

মেসির চোট নিয়ে ইন্টার মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো বলেছেন, 'ছয় সপ্তাহ ধরে এই চোট নিয়ে সে ভুগছে। তার পুরোপুরি সেরে ওঠা জরুরি। তার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের শান্ত হয়ে সবদিক বিবেচনা করতে হবে। সে কয়েক সপ্তাহ আগে অনুশীলন শুরু করেছে, প্রাথমিকভাবে সে চিকিৎসক ও শারীরিক প্রশিক্ষকের সঙ্গে কাজ করেছে। এরপর সে আংশিকভাবে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছে। আমরা এখনো তার উন্নতি পর্যবেক্ষণ করছি।'

মেসির বারবার এভাবে চোটে পড়া মোটেও ভালো বার্তা দিচ্ছে না। এর মধ্যে ইন্টার মায়ামির হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ মিস করার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচেও দর্শক হয়ে থাকতে যাচ্ছেন তিনি। ২০২৬ বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, মেসির না খেলার শঙ্কাও তাই বেড়ে চলেছে। পূর্ণ ফিট মেসি এখনো প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্কের। কিন্তু একের পর এক চোট রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছে আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে।

সামনের দিনগুলোতেও এমন চোটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে মেসিকে চাইলেই আগের মতো করে খেলাতে পারবে না আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামি। বিশেষ করে বিশ্বকাপ ভাবনায় রাখলে মেসিকে নিয়ে বিকল্প পরিকল্পনা করতে হতে পারে। তখন হয়তো শুধু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতেই মাঠে নামাতে হবে তাঁকে। এরপরও চোটে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আর্জেন্টিনা দলের কোচ ও সতীর্থরা অবশ্য মেসিকে বিশ্বকাপে পেতে মরিয়া। সম্প্রতি আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টারও কথা বলেছেন বিষয়টি নিয়ে। লিভারপুলের এই মিডফিল্ডার বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস মেসি বিশ্বকাপে খেলবেন। মেসি নিজেও অবশ্য বিশ্বকাপ খেলা বা না খেলা নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। তবে বিশ্বকাপ খেলতে হলে তাঁকে যে কঠিন এক পথ পাড়ি দিতে হবে, তা বলাই যায়।

৬৮তম স্টেট স্কুল গেমস ক্যারাটে, যেটার আয়োজক হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস এন্ড স্পোর্টস এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে যেটি শুভারম্ভ হয়েছে ত্রিশে আগস্ট থেকে এবং যেটির সমাপ্ত ডেট হচ্ছে দুসরা সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠানে কনভেনার হিসেবে উপস্থিত আছেন শুভেন্দু বাবু সঞ্জয় সাইন সন্দীপ কুমার দাস এবং সঞ্জীব রায় এবং অফিশিয়ালি দিকটা সুভাষ মিত্র দেবাশীষ মন্ডল মহেন্দ্র সিং এবং ভোজুহেলা এনারা দায়িত্ব পালন করছে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাণ্ডব দুই ভারতীয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নজির গড়লেন ভারতের দুই ক্রিকেটার আয়ুষ বাদোনি এবং প্রিয়ংশ আর্য। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে দুই ব্যাটার জুটি বেধে তুললেন ২৮৬ রান। তাঁদের দাপটে ২০ ওভারের ক্রিকেটে তৈরি হল আরও চারটি নজির।

সাউথ দিল্লি সুপারস্টার্জরে হয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন বাদোনি এবং আর্য। শনিবার নর্থ দিল্লি স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে তাঁরা দু'জনেই শতরান করলেন। তাঁদের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সুবাদে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩০৮ রান করে সাউথ দিল্লি। ৫০ বলে ১২০ রানের ইনিংস খেলেন আর্য। ১০টি ছক্কা মারেন তিনি। এক ওভারে ছ'টি ছয়ও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। অন্য দিকে, বাদোনি ৫৫ বলে ১৬৫ রানের ইনিংস খেলেছেন। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৯টি ছক্কা। তাঁদের এই দাপটে তৈরি হয়েছে পাঁচটি নজির।

বাদোনি এবং আর্যর জুটিতে উঠেছে ২৮৬ রান। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে এত রানের জুটি এর আগে হয়নি। সে দিক থেকে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন দিল্লির দুই তরুণ ক্রিকেটার।

বাদোনি তাঁর এই ইনিংসে ১৯টি ছক্কা মেরেছেন। এর আগে বিশ্বের কোনও ব্যাটার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এক ওভারে এর থেকে বেশি ছক্কা মারতে পারেননি। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের একটি ইনিংসে ক্রিস গেল ১৮টি ছক্কা মেরেছিলেন। তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিলেন বাদোনি।

ম্যাচের একটি ওভারে ছ'টি ছক্কা মেরেছেন আর্য। যুবরাজ সিংহ, কায়রন পোলার্ড এবং নিকোলাস পুরানের পর চতুর্থ ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এক ওভারে ছ'টি ছক্কা মারলেন আর্য।

বাদোনি-আর্যর দাপটে শনিবার নর্থ দিল্লির বিরুদ্ধে মোট ৩১টি ছক্কা মেরেছেন সাউথ দিল্লির ব্যাটারেরা। এর আগে কোনও টি-টোয়েন্টি ম্যাচে কোনও দলের ব্যাটারেরা এত ছয় মারতে পারেননি। এত দিন পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ড ছিল নেপালের। এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ২৬টি ছয় মেরেছিল তারা। সেই রেকর্ডও ভেঙে গিয়েছে।

৫ উইকেটে ৩০৮ রান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে কোনও দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। বিশ্বরেকর্ড নেপালের দখলে। ২০২৩ সালে এশিয়াম গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে ৩১৪ রান তুলেছিল নেপাল। সেই বিশ্বরেকর্ড এখনও অটুট রয়েছে।

রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলের কেরিয়ারে নতুন অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বিপক্ষে একাধিক সংস্করণের সিরিজ সামনে রেখে ভারতের অনূর্ধ্ব,১৯ দলের ঘোষিত স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের ছেলে সামিত দ্রাবিড়। আজ ভারত অনূর্ধ্ব,১৯ দলের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই প্রথমবারের মতো অনূর্ধ্ব,১৯ দলে ডাক পেলেন ১৮ বছর ২৯৫ দিন বয়সী সামিত। সেপ্টেম্বর,অক্টোবরে খেলবে দুই দেশের বয়সভিত্তিক দল দুটি।

রাহুল দ্রাবিড়কে আলাদা করে পরিচয় না করিয়ে দিলেও চলে। ক্রিকেট ইতিহাসে শুদ্ধতম ব্যাটসম্যানদের একজন। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বল খেলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটে 'দ্য ওয়াল' নামে খ্যাতি পাওয়া এই কিংবদন্তি। কোচ হিসেবে ভারতকে জিতিয়েছেন টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। ভারতের টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের ছেলে সামিত অনূর্ধ্ব,১৯ দলে সাদা ও লাল বল;দুই সংস্করণের স্কোয়াডেই ডাক পেয়েছেন।

বেঙ্গালুরুতে চলমান মহারাজা টি,২০ টুর্নামেন্টে মহীশূর ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেলছেন সামিত। সিনিয়র ক্রিকেটে এটাই তাঁর প্রথম টি,টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। তবে তেমন একটা ভালো করতে পারেননি। ১১৩.৮৮ স্ট্রাইকরেটে ৭ ইনিংসে করেছেন ৮২ রান। সামিত মিডিয়াম পেস বোলিং করলেও এ টুর্নামেন্টে

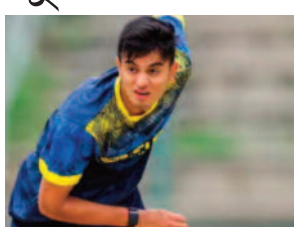

বোলিংয়ের সুযোগ পাননি। আজ অনূর্ধ্ব,১৯ দলে ডাক পাওয়ার দিনে মহীসূরের হয়ে সেমিফাইনাল খেলতে নামবেন সামিত।

এ বছরের শুরুতে কর্নাটকের কুচবিহার ট্রফি জয়ে দারুণ ভূমিকা রাখেন সামিত। চার দিনের এই টুর্নামেন্ট অনূর্ধ্ব,১৯ বছর বয়সী ক্রিকেটারদের জন্য। সামিত সেখানে ৮ ম্যাচে ৩৬২ রান করেছেন, উইকেট নিয়েছেন ১৬টি। ফাইনালে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে নেন ২ উইকেট।

তবে সামিতের প্রতিভার আভাস পাওয়া গিয়েছিল আরও আগে, ২০২০ সালে যখন মাল্লয়া অদিতি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের হয়ে খেলেছিলেন ১৪৪ বলে অপরাজিত ২১১ রানের ইনিংস। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ইন্টার জোনাল অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টেও ভাইস প্রেসিডেন্ট একাদশের হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।

আগামী ২১, ২৩ ও ২৬ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব,১৯ দলের বিপক্ষে ৫০ ওভার সংস্করণে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলবে ভারত অনূর্ধ্ব,১৯ দল। এরপর চেন্নাইয়ে চার দিনের ম্যাচ দুটি শুরু হবে ৩০ সেপ্টেম্বর ও ৭ অক্টোবর।

ইউএস ওপেনে ১৮ বছরের মধ্যে দ্রুততম বিদায় জোকোভিচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপা জয়ের স্বপ্নে আবারও ধাক্কা খেলেন নোভাক জোকোভিচ। ইউএস ওপেনে আজ ছেলেদের এককের তৃতীয় রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্সেই পপিরিনের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৮তম পপিরিনের কাছে ৬, ৪, ৬,৪, ২,৬, ৬,৪ গেমে হারেন জোকোভিচ।

এবারের ইউএস ওপেন দিয়ে মার্গারেট কোর্টকে পেছনে ফেলে নারী,পুরুষ মিলিয়ে এককভাবে সর্বোচ্চ ২৫ গ্র্যান্ড স্লামের মালিক হওয়ার সুযোগ ছিল জোকোভিচের সামনে। কিন্তু পপিরিনের কাছে হেরে ইউএস ওপেনে গত ১৮ বছরের মধ্যে দ্রুততম বিদায় ঘটল তাঁর। বছরের শেষ এ গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে সর্বশেষ ২০০৬ সালে তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন প্রতিযোগিতাটির ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।

২০১৭ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে ছিটকে পড়ার পর গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টে এবারই দ্রুততম সময়ে বিদায় নিলেন ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় শীর্ষ এই তারকা।

জোকোভিচের বিদায়ের মধ্য দিয়ে ২২ বছর পর এবার একটি নজিরও দেখা যাবে। সর্বশেষ ২০০২ সালের পর ২০২৪ সালই হবে প্রথম বছর, যে বছরে টেনিসের 'বিগ থ্রি'র (রজার ফেদেরার, রাফায়েল নাদাল ও নোভাক জোকোভিচ) মধ্যে কাউকে গ্র্যান্ড স্লাম জিততে দেখা যাবে না।

শুধু কি তা,ই? ২০০৪ ফ্রেঞ্চ ওপেনের পর এবারের ইউএস ওপেনই হবে প্রথম মেজর টুর্নামেন্ট, যেখানে শেষ ষোলোয় ফেদেরার, নাদাল ও জোকোভিচের মধ্যে কাউকে দেখা যাবে না। অবশ্য ইউএস ওপেনে এবার ছেলেদের এককে তারকাদের মধ্যে শুধু জোকোভিচই বিদায় নেননি; এ বছর ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনজয়ী তৃতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও গতকাল দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বিদায় নেন।

প্যারিস অলিম্পিকে এবার সোনা জিতলেও এ বছর কোনো গ্র্যান্ড স্লাম জেতা হলো না জোকোভিচের।

মাঝে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারও করিয়েছেন। এর আগে তিনবার পপিরিনকে হারালেও চতুর্থবারের মুখোমুখিতে মোট ৪৯টি আনফোর্সড এররের মাশুল গুনেছেন জোকোভিচ। হারের পর সার্বিয়ান কিংবদন্তি নিজেই স্বীকার করলেন, 'এটা আমার জন্য খুব বাজে ম্যাচ ছিল।'

এবার ইউএস ওপেনে যেভাবে খেলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন, সেটিকে 'সফলতা' বলেই মনে করেন জোকোভিচ। আসলে খুব বাজে খেলেও যে ওই পর্যন্ত ওঠা যায়, সেটা বোঝাতেই সম্ভবত এ মন্তব্য করেন হারের পর বিধ্বস্ত

জোকোভিচ, 'টুর্নামেন্টের শুরু থেকে যেভাবে খেলে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছি, সেটা সফলতাই। এটি নিজের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বাজে টেনিস খেলাগুলোর একটি।'

মাত্র চার সপ্তাহ আগে প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর দ্রুতই ইউএস ওপেনে খেলতে নেমে যাওয়াকেও হারের কারণ হিসেবে দেখছেন ৩৭ বছর বয়সী কিংবদন্তি, 'অবশ্যই, প্রভাব তো ছিলই। সোনা জিততে অনেক উদ্দীপনা খরচ করেছি। নিউইয়র্কে যখন এসেছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ ছিলাম না।'

গত জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের কাছে হেরেছিলেন জোকোভিচ। পরে সিনারই চ্যাম্পিয়ন হন। গত জুনে ফ্রেঞ্চ ওপেনে হাঁটুতে চোট পাওয়ায় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন জোকোভিচ। এরপর গত জুলাইয়ে উইম্বলডন ফাইনালে হেরেছেন আলকারাজের কাছে।

এই তিন গ্র্যান্ড স্লাম টুর্নামেন্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ছিলেন জোকোভিচ। এবার ইউএস ওপেনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের মুকুটও হারাতে হবে তাঁকে।

এ কাজ যিনি করেছেন, সেই পপিরিনের স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে ভেসে যাওয়ার কথা। জোকোভিচের বিপক্ষে তাঁর জয় গ্যালারি থেকে দেখেছেন দুবার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী অস্ট্রেলিয়ার সাবেক টেনিস খেলোয়াড় লেটন হিউইট। ২০০৬ ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে হিউইটের কাছে হেরেই বিদায় নিয়েছিলেন জোকোভিচ। জয়ের পর পপিরিন বলেছেন, 'আমি ভালো টেনিস খেলেছি। সর্বকালের সেরাকে হারিয়ে গ্র্যান্ড স্লামের চতুর্থ রাউন্ডে ওঠা অবিশ্বাস্য!'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**